Title page

যে গল্পে আমি ছিলাম না

একটি অসমাপ্ত ভালোবাসা, হারিয়ে যাওয়া বিশ্বাস

এবং নিজেকে আবার খুঁজে পাওয়ার গল্প

লিখেছেন

Tachin Hasan

Copyright © 2026 Tachin Hasan

All rights reserved.

এই বইয়ের কোনো অংশ লেখকের পূর্বানুমতি ছাড়া সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে পুনঃপ্রকাশ, কপি, বিতরণ, অনুবাদ, বা অন্য কোনো মাধ্যমে ব্যবহার করা যাবে না।

প্রথম প্রকাশ: 2026

লেখক:

Tachin Hasan

।

সূচিপত্র

Chapter 1 — Loser
Chapter 2 — একই সকাল, একই যুদ্ধ
Chapter 3 — একটি অচেনা নোটিফিকেশন
Chapter 4 — প্রথম কথা
Chapter 5 — অভ্যাস
Chapter 6 — অপেক্ষা
Chapter 7 — কথা
Chapter 8 — হয়তো

Chapter 9 — অজান্তেই

Chapter 10 — কণ্ঠস্বর
Chapter 11 — দরকারের তালিকায়
Chapter 12 — ছবির ওপারে
Chapter 13 — একটা মানুষের জন্য
Chapter 14 — নিজের অজান্তে
Chapter 15 — মাঠের পরে
Chapter 16 — প্রথম ভবিষ্যৎ
Chapter 17 — অভ্যাসের চেয়েও বেশি
Chapter 18 — স্বাভাবিক
Chapter 19 — আগে এমন ছিলেন না
Chapter 20 — কথাটা বলেই ফেললাম
Chapter 21 — ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রথম কথা
Chapter 22 — হিসাব
Chapter 23 — সময়ের হিসাব
Chapter 24 — কথার ভেতরের নীরবতা
Chapter 25 — দুইটা স্বপ্ন

Chapter 26 — বিশ্বাস আর অস্বস্তির মাঝখানে
Chapter 27 — ধীরে ধীরে
Chapter 28 — বাস্তবের প্রশ্ন
Chapter 29 — দুই দিকের টান
Chapter 30 — দূরত্বের শুরু
Chapter 31 — একই মানুষ, ভিন্ন দিন
Chapter 32 — অপেক্ষার ওজন
Chapter 33 — একই আকাশ, আলাদা চিন্তা
Chapter 34 — শেষ শান্ত বিকেল
Chapter 35 — যে কথাগুলো বলা হয়নি
Chapter 36 — উত্তরহীন প্রশ্ন
Chapter 37 — বদলে যাওয়া উত্তর
Chapter 38 — যে জায়গায় প্রশ্ন থেমে যায়
Chapter 39 — যে হাসির শব্দ কেউ শোনেনি
Chapter 40 — শেষ পৃষ্ঠা

Chapter 1 — Loser

আমার নাম তাসিন।

এই গল্পটা কোথা থেকে শুরু করব, সেটা বুঝতে আমার অনেক সময় লেগেছে। যেদিন সব শেষ হয়ে গেল, সেদিন থেকে? নাকি যেদিন সব শুরু হয়েছিল, সেদিন থেকে?

শেষ পর্যন্ত বুঝলাম, কোনো গল্পই ভাঙার দিন থেকে শুরু হয় না। তার অনেক আগেই, অদৃশ্য কোথাও প্রথম ফাটলটা ধরে।

সেই সময় আমার জীবনে এমন কিছুই ছিল না, যেটা নিয়ে গর্ব করতে পারতাম। না ভালো কোনো ফলাফল, না চাকরি, না টাকা, না এমন কোনো ভবিষ্যৎ, যেটা দেখে কেউ নিশ্চিন্ত হয়ে বলতে পারে—**"ছেলেটা ভালো করছে।"**

স্বপ্ন ছিল। শুধু স্বপ্নটাই বাস্তবের চেয়ে বড় ছিল।

বাড়ির চাপ ছিল। ভবিষ্যতের ভয় ছিল। নিজের ওপর অদ্ভুত এক রাগ ছিল। রাতের পর রাত ঘুম আসত না। মাঝে মাঝে মনে হতো, পৃথিবীর সবাই যেন কোথাও পৌঁছে যাচ্ছে, শুধু আমি একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি।

এসব কথা আমি কাউকে বলতাম না। বললেও লাভ হতো না। কারণ সবাই উত্তর দিতে ভালোবাসে, কিন্তু খুব কম মানুষ মন দিয়ে শুনতে জানে।

তাই আমি চুপ থাকতে শিখেছিলাম।

আর একটা জিনিসও শিখেছিলাম—মানুষকে খুব সহজে বিশ্বাস করা যায় না।

এই বিশ্বাসটা কোনো বই পড়ে আসেনি। কেউ আমাকে শিখিয়েও দেয়নি। জীবনই শিখিয়েছিল।

তাই যখনই নতুন কোনো মানুষ আমার জীবনে আসত, আমি আগেই ধরে নিতাম—একদিন সে চলে যাবে। হয় নিজের ইচ্ছায়, হয় কোনো কারণ ছাড়াই।

তখনও জানতাম না, আর মাত্র কয়েক সপ্তাহ পরে এমন একজন মানুষের সঙ্গে আমার পরিচয় হবে, যার জন্য আমি নিজের এই বিশ্বাসটাই বদলে ফেলব।

আর ঠিক সেই মানুষটাই শেষ পর্যন্ত আমাকে আবার সেই প্রথম জায়গায় ফিরিয়ে দেবে।

হয়তো তারও কিছু কারণ ছিল। হয়তো ছিল না। সেই উত্তর আজও আমার জানা নেই।

তবে এই বইয়ের শেষে উত্তরটা খুঁজে দেখার অধিকার তোমার থাকবে।

কারণ এটা শুধু একটা প্রেমের গল্প নয়।

এটা এমন একজন ছেলের গল্প—যে একদিন মানুষকে ঘৃণা করত, তারপর একজনকে বিশ্বাস করেছিল, আর শেষে আয়নায় তাকিয়ে নিজেকেই চিনতে পারেনি।

Chapter 2 — একই সকাল, একই যুদ্ধ

ঘুম ভাঙতেই বুঝলাম, আরেকটা সকাল এসেছে।

উত্তেজনা নিয়ে নয়। অভ্যাসবশত।

কয়েক সেকেন্ড বিছানায় চুপচাপ পড়ে রইলাম। চোখ খোলা, তবু উঠতে ইচ্ছা করছিল না। কারণ জানতাম, আজও গতকালের মতোই হবে। একই চিন্তা, একই চাপ, একই প্রশ্ন।

অভ্যাসের মতো ফোনটা হাতে নিলাম। স্ক্রিনে নতুন কিছু ছিল না। তবু কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলাম, যেন অজান্তেই কারও অপেক্ষা করছিলাম। তারপর আবার ফোনটা পাশে রেখে দিলাম।

চোখ গেল ঘরের দিকে। ছোট্ট একটা টেবিল, তার ওপর কয়েকটা বই। আর পাশে একটা পুরোনো খাতা।

খাতাটা অনেক দিন ধরেই ওখানেই পড়ে আছে। মাঝে মাঝে খুলে দুই-একটা লাইন লিখি, তারপর আবার বন্ধ করে দিই।

প্রায়ই নিজেকে প্রশ্ন করতাম—**লিখে কী হবে?**

জীবন কি সত্যিই লেখায় বদলায়?

কিছুক্ষণ পরই আরেকটা উত্তর মাথায় আসত—

না লিখেও তো বদলাচ্ছে না।

বাইরে থেকে কেউ ডাকল। আমি চুপ করে রইলাম। কয়েক সেকেন্ড পরে আবার ডাক এলো। এবার আর বসে থাকা গেল না। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালাম।

মুখে পানি দিতে গিয়ে আয়নায় নিজের দিকে তাকালাম। চোখের নিচে গাঢ় কালচে দাগ। চেহারাজুড়ে ক্লান্তি।

এই মানুষটার সঙ্গে আমার অনেক দিনের পরিচয়।

রাতে ঘুম না হলে মানুষ যেমন দেখায়, আমি প্রায় প্রতিদিনই তেমনই দেখাতাম।

অনেকেই ভাবত, আমি হয়তো অলস। কেউ জানত না, রাতের বেশির ভাগ সময় আমি ঘুমাতাম না। অন্ধকার ঘরে শুয়ে ছাদের দিকে তাকিয়ে থাকতাম।

কখনও ভবিষ্যতের কথা ভেবে। কখনও নিজের ভুলগুলো গুনে। আবার কখনও কোনো কারণ ছাড়াই।

বাইরের পৃথিবী আমাকে যতটা চাপ দিত, তার চেয়েও বেশি চাপ আমি নিজেকেই দিতাম।

চারপাশের মানুষগুলো ধীরে ধীরে নিজেদের পথ খুঁজে পাচ্ছিল।

আর আমি?

আমি তখনও শুধু চেষ্টা করে যাচ্ছিলাম—হারিয়ে না যেতে।

লেখক হওয়ার স্বপ্নটা তখনও ছিল। তবে সেটা শুধু আমার কাছেই ছিল।

কারণ মানুষ স্বপ্ন শোনার আগে হিসাব করে।

কত পড়েছ?

কত টাকা আছে?

ভবিষ্যতের নিশ্চয়তা কী?

এসব প্রশ্নের কোনো উত্তরই আমার কাছে ছিল না।

তাই স্বপ্নটার কথাও কাউকে বলিনি।

সেদিনও জানতাম না, আর মাত্র কয়েকটা দিনের অপেক্ষা।

তারপর এমন একজন মানুষের সঙ্গে আমার পরিচয় হবে, যার সঙ্গে কথা বলতে বলতে আমি নিজের সব সতর্কতা ভুলে যাব।

আর তখনও বুঝিনি, আমার জীবনের সবচেয়ে বড় পরিবর্তনগুলো সবচেয়ে নীরবভাবেই শুরু হতে যাচ্ছিল।

।

Chapter 3 — একটি অচেনা নোটিফিকেশন

সেদিন দুপুরটা অন্য দিনের মতোই ধীর ছিল।

কাজ করার মতো কিছু ছিল না। অভ্যাসবশত ফোনটা হাতে নিলাম। চাকরির দু-একটা ওয়েবসাইট ঘুরে দেখলাম। নতুন কিছু নেই।

ইনবক্সে একটা মেইল এসেছিল।

খুলতেই কয়েকটা পরিচিত শব্দ চোখে পড়ল—

"দুঃখিত, এই মুহূর্তে আপনাকে নির্বাচন করা সম্ভব হচ্ছে না।"

মেইলটা পড়ে কোনো প্রতিক্রিয়া হলো না। শুধু চুপচাপ বন্ধ করে দিলাম।

ফোনটা পাশে রেখে জানালার বাইরে তাকালাম।

রোদে রাস্তা ভরে গেছে। মানুষ নিজের মতো ব্যস্ত। কেউ কোথাও যাচ্ছে। কেউ হাসছে। কেউ হয়তো নতুন কোনো স্বপ্নের দিকে হাঁটছে।

আর আমি…

একই জায়গায় আটকে ছিলাম।

হঠাৎ ফোনটা কেঁপে উঠল।

একটা নতুন নোটিফিকেশন।

অচেনা একটা আইডি। একটা মেসেজ।

আমি সঙ্গে সঙ্গে খুললাম না। ভাবলাম, হয়তো ভুল করে পাঠানো হয়েছে।

দুই মিনিটও পেরোয়নি। আবার একই আইডি।

এবার আর অপেক্ষা করলাম না।

চ্যাটটা খুললাম।

— আসসালামু আলাইকুম।

কয়েক মুহূর্ত স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে রইলাম। নামটা চিনি না। প্রোফাইল ছবিটাও স্পষ্ট না। তবু উত্তর দিলাম।

— ওয়ালাইকুম আসসালাম।

উত্তর আসতে সময় লাগল না।

— বিরক্ত করলাম না তো?

আমি লিখলাম—

— না।

ও আবার লিখল—

— আসলে একটা কথা বলতে চেয়েছিলাম।

আমি একটু অবাক হলাম।

— বলুন।

ও লিখল—

— আপনার একটা কমেন্ট দেখেছিলাম। তাই মেসেজ দিলাম।

আমি ছোট্ট করে উত্তর দিলাম—

— আচ্ছা।

তারপর কথা ধীরে ধীরে এগোতে লাগল।

প্রথমে খুব সাধারণ বিষয়। কে কোথায় থাকে, কী করে, দিন কেমন কাটে। এর বেশি কিছু নয়।

প্রায় দশ মিনিট কথা হলো।

বিদায় নেওয়ার আগে ও লিখল—

— আচ্ছা, পরে কথা হবে।

আমি উত্তর দিলাম—

— ঠিক আছে।

চ্যাটটা বন্ধ করে ফোনটা রেখে দিলাম।

তারপর স্বাভাবিকভাবেই নিজের কাজে ফিরে গেলাম।

তখনও বুঝিনি, মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড় গল্পগুলো অনেক সময় একটা সাধারণ **"আসসালামু আলাইকুম"** দিয়েই শুরু হয়।

|

Chapter 4 — প্রথম কথা

পরের দিন দুপুরে আবার ওর মেসেজ এল।

— ব্যস্ত?

কয়েক মিনিট পরে উত্তর দিলাম।

— না।

ও আবার লিখল—

— একটু কথা বলা যাবে?

আমি ছোট্ট করেই উত্তর দিলাম—

— বলুন।

প্রথম কয়েক মিনিট খুব সাধারণ কথাই হলো। কে কোথায় থাকে, কী করে, দিন কেমন কাটে—এর বেশি কিছু নয়।

তবে একটা জিনিস খেয়াল করলাম। ও খুব সহজে কথা বলতে পারে। আর আমি ইচ্ছে করেই কথাগুলো ছোট রাখছিলাম।

একসময় ও একটা ভয়েস মেসেজ পাঠাল।

শুনে আমার মুখ থেকে প্রথমেই বেরিয়ে গেল—

— একটা কথা বলি?

— বলেন।

— আপনার ভয়েসটা বাচ্চাদের মতো। আপনি কি আমার চেয়ে ছোট?

ও একটা হাসির ইমোজি পাঠাল।

— সবাই এমনই বলে।

আমি হালকা মজা করে লিখলাম—

— তাহলে ওরা ভুল বলে না।

ওর উত্তর আসতে বেশি সময় লাগল না।

— আপনি প্রথম দিনেই এত কিছু বুঝে ফেললেন?

আমি আর সেই প্রসঙ্গ বাড়ালাম না। অন্য কথা শুরু করলাম।

সত্যি বলতে, আমি ওকে বুঝতে চাইছিলাম না। আমি শুধু বুঝতে চাইছিলাম—মানুষটা কেমন।

কারণ আমি অনেক আগেই শিখেছিলাম, মানুষকে বিশ্বাস করার আগে দূর থেকে দেখে নেওয়াই ভালো।

তাই ইচ্ছে করেই সহজ হচ্ছিলাম না। মাঝে মাঝে এমন ছোট ছোট উত্তর দিচ্ছিলাম, যাতে কথা সেখানেই শেষ হয়ে যায়।

কিন্তু শেষ হচ্ছিল না।

প্রতিবারই ও নতুন কোনো বিষয় নিয়ে কথা শুরু করছিল।

একসময় ও জিজ্ঞেস করল—

— আপনি সব সময় এত কম কথা বলেন?

আমি উত্তর দিলাম—

— সবার সঙ্গে না।

ও সঙ্গে সঙ্গেই লিখল—

— তাহলে আমার সঙ্গেই?

কয়েক সেকেন্ড স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে রইলাম। তারপর লিখলাম—

— প্রথম দিনেই সবাইকে বিশ্বাস করি না।

ওর উত্তর এবার একটু দেরিতে এলো।

— ঠিকই তো। আমিও করি না।

লাইনটা পড়ে অদ্ভুত একটা অনুভূতি হলো। অনেক দিন পর মনে হলো, ওপাশে থাকা মানুষটা শুধু উত্তর দেওয়ার জন্য উত্তর দিচ্ছে না। সে সত্যিই কথা বলছে।

চ্যাট শেষ করার আগে ও লিখল—

— আচ্ছা, পরে আবার কথা হবে।

আমি শুধু লিখলাম—

— ঠিক আছে।

ফোনটা রেখে দিলাম।

তবু কিছুক্ষণ পর আবার চ্যাটটা খুললাম।

কেন খুলেছিলাম?

আজও জানি না।

হয়তো সত্যিই কিছু দেখার ছিল না।

অথবা… হয়তো অজান্তেই আমি অপেক্ষা করতে শুরু করেছিলাম।

|

Chapter 5 — অভ্যাস

পরের কয়েকটা দিন প্রায় একই ছন্দে কেটে যাচ্ছিল।

সকালে ঘুম থেকে উঠেই ফোনটা হাতে নিতাম। কোনো কাজের মেইল এসেছে কি না, সেটা দেখতাম। তারপর দিনের বাকি কাজ।

এর মাঝেই কখন যে ওর একটা মেসেজ এসে যেত, খেয়ালই করতাম না।

— ঘুম থেকে উঠেছেন?

কখনও লিখতাম—

— হ্যাঁ।

আবার কখনও—

— উঠছি।

শুরু থেকেই ওর একটা অভ্যাস আমার চোখে পড়েছিল। ও কখনও একসঙ্গে অনেক প্রশ্ন করত না। একটা প্রশ্ন করত, ধৈর্য নিয়ে উত্তর শুনত। তারপর আরেকটা।

কথা এগোত খুব ধীরে… একদম স্বাভাবিকভাবে।

আমার সেটা ভালো লাগত।

কারণ জোর করে কথা বলার অভ্যাস আমার কোনোদিনই ছিল না।

একদিন দুপুরে হঠাৎ আমিই আগে মেসেজ পাঠালাম।

পাঠানোর কয়েক সেকেন্ড পরেই খেয়াল হলো, গত কয়েক দিন ধরে প্রতিবার ও-ই আগে লিখেছে।

ফোনটা হাতেই ছিল। কয়েক মিনিট পর উত্তর এলো।

— আজ আপনি আগে?

আমি ছোট্ট করে লিখলাম—

— এমনিই।

ও সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিল।

— আমি ভাবছিলাম, আজ হয়তো কথা হবে না।

আমি আর কিছু বললাম না। চুপচাপ বিষয় বদলে দিলাম।

নিজের অজান্তেই একটা দূরত্ব বজায় রাখছিলাম। ইচ্ছে করে।

কারণ মানুষের সঙ্গে সহজ হতে আমার সময় লাগত। আর বিশ্বাস করতে… তারও বেশি।

সেদিন কথার মাঝখানে হঠাৎ ও লিখল—

— একটা কথা বলি?

— বলেন।

— আপনি আসলে খারাপ না। শুধু নিজেকে অনেক লুকিয়ে রাখেন।

মেসেজটা পড়ে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলাম।

কী উত্তর দেওয়া উচিত, বুঝতে পারছিলাম না।

শেষ পর্যন্ত শুধু লিখলাম—

— হতে পারে।

ও আর সেই প্রসঙ্গ বাড়াল না। অন্য গল্প শুরু করল।

সেদিন রাতে ঘুমানোর আগে আবার চ্যাটটা খুলেছিলাম।

পুরোনো মেসেজ পড়ার জন্য নয়।

শুধু... শেষ মেসেজটা কার ছিল, সেটা দেখলাম।

তারপর আবার ফোনটা রেখে দিলাম।

পরদিন সকালেও ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে অভ্যাসমতো ফোনটা হাতে নিলাম।

এক মুহূর্তের জন্য মনে হলো, আজও হয়তো ও লিখবে।

পরের মুহূর্তেই নিজের মনকে ধমক দিলাম।

"কী ভাবছিস এসব?"

ফোনটা টেবিলে রেখে উঠে গেলাম।

তবু একটা সত্য আর অস্বীকার করতে পারলাম না।

সেদিন দ্বিতীয়বার ফোনটা হাতে নেওয়ার কারণ কোনো চাকরির মেইল ছিল না।

আমি শুধু দেখতে চেয়েছিলাম...

ও লিখেছে কি না।

|

Chapter 6 — অপেক্ষা

কথা বলা এখন প্রায় প্রতিদিনের ব্যাপার হয়ে গিয়েছিল।

সময় কখনও ঠিক থাকত না। কখনও সকালে, কখনও দুপুরে, আবার কোনো কোনো দিন রাত পর্যন্তও গল্প চলত।

তবু একটা জিনিস প্রায় একই থাকত।

প্রথম মেসেজটা বেশির ভাগ সময় ও-ই দিত।

সেদিনও অন্য দিনের মতো নিজের কাজ নিয়েই ছিলাম। মাঝে একবার ফোনটা হাতে নিলাম। কোনো নতুন মেসেজ নেই। আবার রেখে দিলাম।

কিছুক্ষণ পর আবার দেখলাম।

তবু কিছু নেই।

নিজের ওপরই বিরক্ত লাগছিল।

"বারবার ফোন দেখছিস কেন?"

নিজেকেই প্রশ্ন করলাম।

উত্তর পেলাম না।

বিকেলের দিকে ফোনটা কেঁপে উঠল।

ওর মেসেজ।

— আজ এত চুপ কেন?

অজান্তেই ঠোঁটের কোণে একটা হাসি চলে এসেছিল। টের পেয়েই সেটা চাপা দিলাম।

উত্তর দিলাম—

— এমনিই।

ও লিখল—

— এমনিই না। কিছু একটা হয়েছে।

কয়েক সেকেন্ড ভেবে লিখলাম—

— কিছু হয়নি।

ও আর জোর করল না। অন্য একটা গল্প শুরু করল।

এই একটা জিনিস ওর মধ্যে ছিল। প্রতিটা উত্তর জোর করে টেনে বের করার চেষ্টা করত না। কিছু প্রশ্ন ছেড়ে দিতে পারত।

হয়তো ভেবেছিল, একদিন আমি নিজেই বলব।

কথার এক ফাঁকে ও হঠাৎ লিখল—

— একটা কথা বলব?

— বলুন।

— আপনি নিজের সম্পর্কে খুব কম ভালো কথা বলেন।

আমি কিছুক্ষণ স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

তারপর আরেকটা মেসেজ এলো—

— জানি না কেন... কিন্তু আমার মনে হয়, আপনি নিজেকে যতটা খারাপ ভাবেন, ততটা না।

এই কথাটার উত্তর সঙ্গে সঙ্গে দিতে পারিনি।

কারণ অনেক দিন পর কেউ আমাকে বদলানোর চেষ্টা করেনি।

বরং... বোঝার চেষ্টা করেছিল।

শেষ পর্যন্ত শুধু লিখলাম—

— আপনি আমাকে খুব কম চেনেন।

ওর উত্তরটা ছোট ছিল।

— হতে পারে। তবু আমার মনে হয়েছে, তাই বললাম।

চ্যাটটা সেদিন সেখানেই শেষ হয়ে গিয়েছিল।

রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে হঠাৎ একটা প্রশ্ন মাথায় এলো।

আজ সারাদিনে সবচেয়ে বেশি কী ভেবেছি?

নিজের ভবিষ্যৎ?

না।

নিজের সমস্যা?

না।

আমি ভেবেছি...

ওর বলা ওই একটাই লাইন।

"আপনি নিজেকে যতটা খারাপ ভাবেন, ততটা না।"

ঘুম আসতে সেদিনও দেরি হয়েছিল।

তবে এবার কারণটা আলাদা।

অনেক দিন পর...

কেউ আমার ভেতরের মানুষটাকে দেখার চেষ্টা করেছিল।

l

Chapter 7 — কথা

কথা বলতে বলতে কখন যে সময় কেটে যেত, খেয়ালই করতাম না। আগে ফোনটা হাতে নিতাম শুধু প্রয়োজন হলে। এখনো তাই নিতাম। তবে একটা ছোট্ট পরিবর্তন হয়েছিল। দিনের কোনো এক সময় হঠাৎ মনে হতো—আজ ওর সঙ্গে কথা হয়েছে তো?

সেদিন সন্ধ্যায় ও হঠাৎ লিখল—

— একটা প্রশ্ন করি?

— করেন।

— আপনি সব সময় নিজের দোষ খুঁজেন কেন?

কয়েক মুহূর্ত স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে রইলাম। তারপর উত্তর দিলাম—

— অভ্যাস।

ও আবার জানতে চাইল—

— সবাই কি সব সময় আপনার দোষ ধরে?

এই প্রশ্নটার উত্তর দিতে একটু সময় লাগল। শেষ পর্যন্ত লিখলাম—

— অনেকটা।

এবার ও সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল না। কয়েক মিনিট পরে আবার একটা মেসেজ এলো।

— তাহলে একটা কথা শুনবেন?

— বলুন।

— মানুষ যা বলে, সব সময় সেটা সত্যি হয় না।

মেসেজটা কয়েকবার পড়লাম। কথাটা খুব সাধারণ। তবু কেন যেন মনে হচ্ছিল, অনেক দিন পর কেউ প্রথমবার আমার পক্ষ নিয়ে কথা বলছে।

আমি লিখলাম—

— আপনি আমাকে খুব কম চেনেন।

ও উত্তর দিল—

— চিনি না।

— তবু যতটুকু দেখেছি, আপনার সম্পর্কে একটা জিনিস বলতে পারি।

আমি অপেক্ষা করছিলাম। কয়েক সেকেন্ড পরে আরেকটা মেসেজ এলো।

— আপনি নিজের প্রতি যতটা কঠিন, অন্য কারও প্রতি ততটা না।

আমি কিছু লিখলাম না। ও আবার লিখল—

— এটা খারাপ না। শুধু মাঝে মাঝে নিজের প্রতিও একটু নরম হওয়া দরকার।

কথাগুলো খুব বড় ছিল না। কোনো প্রতিশ্রুতিও ছিল না। তবু সেদিনের পর থেকে নিজের ভেতরে অদ্ভুত একটা পরিবর্তন অনুভব করতে শুরু করলাম। আগে মানুষ আমার কথা শুনত। ও আমাকে বোঝার চেষ্টা করত। এই দুটোর মধ্যে পার্থক্য আছে। আর হয়তো সেই পার্থক্যটাই অজান্তেই আমার ভেতরে জায়গা করে নিতে শুরু করেছিল।

রাত হয়ে গিয়েছিল। ঘুমানোর আগে ও একটা ছোট্ট মেসেজ পাঠাল—

— ভালো থাকবেন।

আমি উত্তর দিলাম—

— আপনিও।

ফোনটা রেখে দিলাম। তবু একটা কথাই মাথার ভেতর ঘুরছিল—

"নিজের প্রতিও একটু নরম হওয়া দরকার।"

কথাটা হয়তো খুব ছোট ছিল। কিন্তু আমার কাছে, ওটা শুধু একটা বাক্য ছিল না।

Chapter 8 — হয়তো

সেদিন কথার শুরুটা অন্য দিনের মতোই সাধারণ ছিল। কোনো বিশেষ বিষয় নয়। স্বাভাবিক কিছু কথা।

হঠাৎ ও লিখল—

— আজকে কেমন আছেন?

আমি উত্তর দিলাম—

— ভালো।

ওর রিপ্লাই আসতে সময় লাগল না।

— সত্যি?

কয়েক মুহূর্ত স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে রইলাম। তারপর লিখলাম—

— হ্যাঁ।

ও আর তর্ক করল না। শুধু লিখল—

— জানি না কেন… আমার মনে হচ্ছে আপনি পুরোটা বলছেন না।

আমি কথাটা এড়িয়ে যেতে চাইলাম। অন্য প্রসঙ্গ তুললাম। ওও সেই প্রসঙ্গেই উত্তর দিল। তারপর আবার—

— একটা প্রশ্ন করি?

— করেন।

— আপনি সব সময় নিজের কথা এড়িয়ে যান কেন?

এবার উত্তর দিতে একটু সময় লাগল। ফোনটা হাতেই ছিল। শেষ পর্যন্ত লিখলাম—

— অভ্যাস।

ও আবার জানতে চাইল—

— কারও সঙ্গে কখনো খুলে কথা বলেননি?

— তেমন না।

তারপর আরেকটা ছোট্ট প্রশ্ন—

— কেন?

এই "কেন"-এর উত্তরটা আমার নিজের কাছেও পরিষ্কার ছিল না। তবু সেদিন অদ্ভুতভাবে উত্তর দিতে ইচ্ছে করছিল।

আমি খুব অল্প করে লিখতে শুরু করলাম। একটা লাইন, তারপর আরেকটা। কথা ধীরে ধীরে বড় হতে লাগল।

Family-এর কথা এল। কিছু পুরোনো ঘটনা। কিছু না-পারা। কিছু চাপ। সব বলিনি। তবে যতটা বলেছিলাম, তার চেয়ে বেশি আগে কাউকে বলিনি।

ও মাঝখানে একবারও থামায়নি। কোনো উপদেশও দেয়নি। সব পড়ে শুধু লিখল—

— এত দিন একা একা এসব নিয়ে ছিলেন?

আমি লিখলাম—

— মনে হয়।

ওর উত্তরটা খুব ছোট ছিল।

— তাই হয়তো নিজের ওপর এত রাগ।

আমি কিছু লিখলাম না। ও আবার লিখল—

— একটা কথা বলি?

— বলেন।

— আমার মনে হয় না আপনি খারাপ মানুষ।

— আপনি শুধু অনেক দিন ধরে একা ছিলেন।

আমি বুঝতে পারছিলাম না, এর কী উত্তর দেওয়া উচিত। কারণ ও আমাকে চিনত খুব অল্প। তবু কথাগুলো এমনভাবে বলছিল, যেন অনেক দিন ধরে আমাকে দেখছে।

শেষ পর্যন্ত শুধু লিখলাম—

— হতে পারে।

ও উত্তর দিল—

— ভুলও হতে পারে।

— কিন্তু আমি যতটুকু দেখেছি, তাতে আপনার নিজের প্রতি রাগটাই বেশি।

সেদিন আর তেমন কথা হয়নি।

ঘুমানোর আগে আবার চ্যাটটা খুলেছিলাম। নতুন কোনো মেসেজের জন্য নয়। শুধু শেষ কয়েকটা লাইন আবার পড়লাম।

ফোনটা রেখে দিলাম। তবু একটা প্রশ্ন মাথা থেকে সরছিল না—

যদি ওর কথাগুলো সত্যি হয়?

।

Chapter 9 — অজান্তেই

দিনগুলো আগের মতোই চলছিল। কাজ, কথা, রাত, তারপর আবার নতুন সকাল। বাইরে থেকে সবকিছু একই রকমই ছিল। তবু নীরবে একটা পরিবর্তন হচ্ছিল। তখনও সেটা বুঝিনি।

একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই অভ্যাসমতো ফোনটা হাতে নিলাম। নোটিফিকেশন দেখলাম। ওর কোনো মেসেজ নেই। ফোনটা আবার রেখে দিলাম।

কয়েক সেকেন্ড পর নিজের অজান্তেই হালকা হেসে ফেললাম। কয়েক সপ্তাহ আগেও এমন হলে কিছুই মনে হতো না। আজ অদ্ভুত একটা শূন্যতা লাগছিল।

দুপুর পেরিয়ে গেল। তারপর বিকেলও। শেষ পর্যন্ত ফোনটা কেঁপে উঠল।

— দেরি হয়ে গেল। রাগ করেছেন?

মেসেজটা পড়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলাম। তারপর উত্তর দিলাম—

— না।

ওর জবাব এলো সঙ্গে সঙ্গেই।

— মিথ্যা বলছেন।

অজান্তেই মুখে হাসি ফুটে উঠল। আমি লিখলাম—

— একটু।

ওর উত্তরটা ছোট ছিল।

— তাহলে কাল থেকে আর দেরি করব না।

আমি আর কিছু লিখলাম না। লেখার দরকারও ছিল না। ওই একটা লাইনেই রাগটা কখন যে মিলিয়ে গেল, নিজেও বুঝিনি।

সেদিন কোনো বড় কথা হয়নি। কোনো গভীর আলোচনা নয়। খুব সাধারণ কিছু বিষয় নিয়েই গল্প চলল। তবু চ্যাটটা শেষ হওয়ার পর মনে হচ্ছিল, দিনটা খারাপ যায়নি।

রাতে বিছানায় শুয়ে হঠাৎ একটা কথা মাথায় এলো। আগে দিনের শেষে ভাবতাম—আজ কী হারালাম। এখন মাঝে মাঝে ভাবি—আজ ওর সঙ্গে কী কী কথা হলো।

এই পরিবর্তনটা ঠিক কবে শুরু হয়েছিল, আমি জানি না। হয়তো জানার চেষ্টাও করিনি। কিছু পরিবর্তন শব্দ করে আসে না। ধীরে ধীরে আসে, নিঃশব্দে। তারপর একদিন বুঝিয়ে দেয়—তুমি আর আগের মানুষটা নেই।

ঘুমানোর আগে শেষবারের মতো চ্যাটটা খুললাম। ওর শেষ মেসেজটা তখনও সেখানেই ছিল।

— তাহলে কাল থেকে আর দেরি করব না।

ফোনটা বন্ধ করে পাশে রেখে দিলাম।

সেদিন প্রথমবার মনে হলো—

হয়তো…

সব মানুষ একই রকম না।

|

Chapter 10 — কণ্ঠস্বর

ওর সঙ্গে কথা বলতে বলতে একসময় বুঝলাম, লেখা আর কণ্ঠস্বর এক জিনিস নয়। মেসেজে মানুষ অনেক কিছু লুকিয়ে রাখতে পারে। কিন্তু কণ্ঠে সেটা সব সময় সম্ভব হয় না।

সেদিন রাতে ও হঠাৎ লিখল—

— একটা কথা বলি?

— বলেন।

— টাইপ করতে ইচ্ছে করছে না। কল দেব?

মেসেজটা পড়ে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলাম। ফোনে কথা বলতে আমার খুব একটা স্বস্তি লাগত না। কী বলব, কীভাবে বলব—সব সময় যেন অকারণ একটা সংকোচ কাজ করত। তবু সেদিন লিখলাম—

— আচ্ছা।

কয়েক সেকেন্ড পর ফোনটা বেজে উঠল। স্ক্রিনে ওর নাম। রিসিভ করার আগে অজান্তেই গলাটা একবার পরিষ্কার করে নিলাম। তারপর কল ধরলাম।

— হ্যালো?

প্রথমবার ওর কণ্ঠস্বর শুনলাম। স্বাভাবিক। নরম। একদম অপ্রস্তুত নয়, আবার অভিনয়ও নয়। কয়েক সেকেন্ড আমি চুপ করে ছিলাম। ও হেসে বলল—

— কী হলো? কথা বলতে ভুলে গেছেন নাকি?

আমারও হাসি পেয়ে গেল।

— না... আসলে প্রথমবার তো।

শুরুর কয়েক মিনিট খুব সাধারণ কথাই হলো। দিন কেমন গেল, কী করছিলাম, কী নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম।

ধীরে ধীরে অস্বস্তিটা কোথায় যেন হারিয়ে গেল। মনে হচ্ছিল, অনেক দিনের পরিচিত কারও সঙ্গে কথা বলছি।

একসময় ও বলল—

— আপনার গলাটা একদম আলাদা।

আমি হেসে জিজ্ঞেস করলাম—

— খারাপ?

— না।

— আমি এমনটাই ভাবিনি।

আমি আর কিছু বললাম না। ছোটবেলা থেকেই নিজের চেহারা নিয়ে খুব একটা আত্মবিশ্বাস ছিল না। অকারণেই মনে হতো, আমাকে দেখে কেউ খুব একটা ভালো ধারণা করবে না। হয়তো সেই কারণেই ওর কথাটা অদ্ভুতভাবে মনে থেকে গেল।

কথা বলতে বলতে অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল। কলটা শেষ হওয়ার পরও ফোনটা কিছুক্ষণ হাতে ছিল। চারপাশে নীরবতা। তবে সেই নীরবতাটা আর একা লাগছিল না।

সেদিন একটা জিনিস বুঝেছিলাম। মানুষকে শুধু পড়ে চেনা যায় না। শুনেও চেনা যায়। আর কখনও কখনও, একটা কণ্ঠস্বর অচেনা একজন মানুষকে অজান্তেই একটু আপন করে দেয়।

|

Chapter 11 — দরকারের তালিকায়

কয়েক দিন আগেও ফোনটা শুধু দরকারে হাতে নিতাম। এখনো দরকারেই নিই। শুধু… দরকারের তালিকায় একজন মানুষ যোগ হয়ে গেছে।

সকালে ঘুম ভাঙতেই ফোনটা হাতে নিলাম। একটা নতুন মেসেজ।

— ঘুম ভেঙেছে?

আমি রিপ্লাই দিলাম—

— এই তো।

কয়েক সেকেন্ড পর আবার মেসেজ এলো।

— নাস্তা করবেন।

হেসে লিখলাম—

— চেষ্টা করব।

ও সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল—

— চেষ্টা না। করবেন।

আমি আর তর্ক করলাম না। শুধু লিখলাম—

— আচ্ছা।

আগে কেউ আমাকে এভাবে কিছু মনে করিয়ে দিত না। হয়তো দরকারও পড়েনি। তবু… ওর ওই ছোট ছোট কথাগুলো অদ্ভুতভাবে মনে থেকে যেত।

সেদিন দুপুরে খেতে একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল। ফোনটা হাতে নিতেই দেখি—

— খেয়েছেন?

আমি লিখলাম—

— না।

উত্তর আসতে বেশি সময় লাগল না।

— আগে খেয়ে নিন। তারপর কথা হবে।

মুচকি হেসে ফোনটা পাশে রেখে দিলাম। কী আশ্চর্য… অচেনা একজন মানুষের কথা শুনে সত্যিই খেতে চলে গেলাম।

রাতে কথা বলতে বলতে হঠাৎ একটা ছোট ঘটনা বললাম। বাজারে যাওয়ার সময় কী হয়েছিল, কীভাবে একটা লোকের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল—ঘটনাটা খুব সাধারণ। বলাটাও জরুরি ছিল না। তবু বললাম।

কল কেটে যাওয়ার পর হঠাৎ খেয়াল হলো—আগে এসব কথা কাউকে বলতাম না। দিনে কী হলো, কোথায় গেলাম, কী খেলাম—এসব আমার নিজের মধ্যেই থাকত।

এখন… কিছু একটা ঘটলেই মনে হতো—

"ওকে বলব।"

কয়েক দিন পর ও হেসে বলল—

— একটা কথা বলি?

— বলেন।

— আপনি আগের চেয়ে অনেক বেশি কথা বলেন।

আমি একটু হেসে বললাম—

— তাই নাকি?

— হুম। প্রথম দিকে একটা উত্তর বের করতে আপনার পাঁচ মিনিট লাগত।

আমি হেসেই ফেললাম।

কারণ… কথাটা মিথ্যা ছিল না।

রাত অনেক হয়ে গিয়েছিল। কল শেষ করার আগে ও বলল—

— আচ্ছা, ঘুমান। কাল কথা হবে।

আমি বললাম—

— আচ্ছা। আপনি-ও।

কলটা কেটে গেল।

ঘরটা আবার চুপচাপ হয়ে গেল।

তবে সেই নীরবতা আর আগের মতো লাগছিল না।

কারণ এবার আমি জানতাম—

কাল আবার কথা হবে।

|

Chapter 12

সেদিন রাতের কলটা অন্য দিনের মতোই শুরু হয়েছিল।

কথা বলতে বলতে কখন যে এক ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে, খেয়ালই করিনি।

হঠাৎ ও বলল—

— একটা কথা বলি?

— বলেন।

— আপনার একটা ছবিও তো আমার কাছে নেই।

আমি একটু হেসে বললাম—

— থাকলে কী করতেন?

— কিছু না। রাখতে ভালো লাগত।

আমি আর উত্তর দিলাম না।

হয়তো ও বুঝে গিয়েছিল।

বিষয়টা আর টানল না।

কথা অন্যদিকে চলে গেল।

একটা সিনেমা নিয়ে কথা হলো।

তারপর গান।

তারপর এমন সব বিষয়, যেগুলোর কোনো শুরু বা শেষ ছিল না।

কল শেষ হতে হতে অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল।

ফোনটা বিছানায় রেখে ঘরের আলো নিভিয়ে দিলাম।

তবু ঘুম এল না।

বারবার একটা কথাই মাথায় ঘুরছিল—

"আপনার একটা ছবিও তো আমার কাছে নেই।"

উঠে আয়নার সামনে দাঁড়ালাম।

কয়েক সেকেন্ড নিজের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

এই মুখটাই তো প্রতিদিন দেখি।

তবু...

কাউকে দেখাতে গেলেই কেন যেন অস্বস্তি লাগত।

মনে হতো,

ছবিটা দেখার পর হয়তো মানুষটার ধারণা বদলে যাবে।

ফোনটা হাতে নিলাম।

ক্যামেরা খুললাম।

আবার বন্ধ করলাম।

কিছুক্ষণ পর আবার খুললাম।

একটা ছবি তুললাম।

দেখেই ডিলিট।

দ্বিতীয়টা।

সেটাও না।

তৃতীয়টা তুলে অনেকক্ষণ স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

সমস্যা ছবিতে ছিল না।

সমস্যাটা ছিল আমার নিজের মাথায়।

পরদিন দুপুরে ওর মেসেজ এল।

— কী করছেন?

আমি স্বাভাবিকভাবেই উত্তর দিলাম।

ছবির কথা কেউ তুলল না।

ওও না।

আমিও না।

সন্ধ্যার দিকে হঠাৎ গ্যালারিটা খুললাম।

গত রাতের শেষ ছবিটা এখনও সেখানে ছিল।

অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলাম।

তারপর…

কোনো Caption ছাড়াই ছবিটা পাঠিয়ে দিলাম।

পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে ফোনটা উল্টে রাখলাম।

মনে হচ্ছিল…

এত বড় কোনো কাজ জীবনে আগে করিনি।

কয়েক মিনিট পর ফোনটা কাঁপল।

অনেকটা সাহস করে স্ক্রিনের দিকে তাকালাম।

ও লিখেছে—

— এতক্ষণ এই ছবিটাই পাঠাতে ভাবছিলেন?

আমি লিখলাম—

— হুম।

পরের মেসেজটা আসতে একটু সময় নিল।

— এখন বুঝলাম।

ভ্রু কুঁচকে লিখলাম—

— কী বুঝলেন?

ও লিখল—

— আপনি মানুষকে যতটা ভয় পান না…

— তার চেয়ে বেশি ভয় পান, মানুষ আপনাকে কীভাবে দেখবে।

অনেকক্ষণ কোনো উত্তর দিতে পারলাম না।

কারণ…

কথাটা ভুল ছিল না।

ও আর কিছু বলল না।

না কোনো প্রশংসা।

না কোনো সান্ত্বনা।

শুধু অন্য প্রসঙ্গ শুরু করে দিল।

যেন ছবিটা পাঠানো কোনো বড় ঘটনা ছিলই না।

অদ্ভুত ব্যাপার…

ওর এই স্বাভাবিক আচরণটাই আমাকে সবচেয়ে বেশি স্বস্তি দিয়েছিল।

আমি ছবিটা আবার খুললাম।

কিছুক্ষণ দেখলাম।

তারপর গ্যালারি বন্ধ করে দিলাম।

এবার আর ডিলিট করার কথা মাথায় আসেনি।

রাতে ঘুমানোর আগে একটা কথাই মনে হচ্ছিল—

হয়তো সবকিছু লুকিয়ে রাখার দরকার নেই।

l

Chapter 13 — একটা মানুষের জন্য

সেদিন সকালটা অন্য দিনের মতোই শুরু হয়েছিল। ঘুম থেকে উঠে ফোনটা হাতে নিলাম। অভ্যাস হয়ে গেছে। প্রথমেই নোটিফিকেশন দেখি।

ওর একটা মেসেজ।

— ঘুম ভেঙেছে?

আমি হেসে উত্তর দিলাম—

— এই তো। আপনার?

ও লিখল—

— অনেক আগেই। নাস্তা করবেন।

আমি রিপ্লাই দিলাম—

— আপনি আগে করুন।

ও একটা হাসির ইমোজি পাঠাল। তারপর আর কোনো কথা হলো না।

দুপুরে একবার ফোনটা হাতে নিলাম। কোনো নতুন মেসেজ নেই। খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। তবু অজান্তেই চ্যাটটা খুললাম। শেষ কথাটা পড়লাম। আবার বন্ধ করে দিলাম।

বিকেলে কাজের ফাঁকে আবার ফোনটা হাতে নিলাম। এবারও কিছু নেই। মেসেজ লিখলাম—

— কী করছেন?

আঙুল Send বাটনের ওপর গিয়ে থেমে গেল। কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থেকে পুরো লেখাটাই মুছে দিলাম। মনে হলো… ব্যস্ত থাকতেই পারে।

সন্ধ্যা নেমে এলো। আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলাম। আকাশটা ধীরে ধীরে অন্ধকার হয়ে যাচ্ছিল। অদ্ভুতভাবে মনে হচ্ছিল… আজ দিনটা যেন একটু বেশি লম্বা।

রাত প্রায় সাড়ে নয়টার দিকে ফোনটা কেঁপে উঠল। স্ক্রিনে ওর নাম। কল।

একবার তাকিয়ে রইলাম। তারপর রিসিভ করলাম।

— হ্যালো…

ওর গলায় ক্লান্তি ছিল।

— খুব রাগ করেছেন?

জানালার বাইরে তাকিয়ে বললাম—

— না।

ও হালকা হেসে বলল—

— এই উত্তরটা বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়।

আমি কিছু বললাম না।

ও নিজেই বলতে শুরু করল। সারাদিন বাইরে ছিল। একটা কাজ শেষ হতে না হতেই আরেকটা শুরু হয়েছে। মাঝে কয়েকবার ফোন হাতে নিয়েছিল। কিন্তু ঠিকমতো কথা বলার সময় পায়নি।

সব শুনে আমি শুধু বললাম—

— আচ্ছা।

ও কয়েক সেকেন্ড চুপ করে রইল। তারপর খুব আস্তে বলল—

— একটা মেসেজ দিলে ভালো হতো… তাই না?

আমি উত্তর দিলাম না। কারণ… আমার উত্তরটা ও নিজেই বলে ফেলেছিল।

ও আবার বলল—

— জানেন, আজ কয়েকবার মনে হয়েছে আপনাকে লিখি।

— তারপর ভাবলাম, পাঁচ মিনিট পর লিখব।

— ওই পাঁচ মিনিটটাই আর শেষ হলো না।

আমি হেসে ফেললাম। খুব ছোট একটা হাসি।

আমি বললাম—

— আমি দু-তিনবার লিখে আবার মুছে ফেলেছি।

ও অবাক হয়ে বলল—

— সত্যি?

— হুম।

— কেন?

একটু ভেবে বললাম—

— বিরক্ত করতে চাইনি।

ও সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল—

— আপনি কখনও বিরক্ত করেন না।

ওই কথাটার পর দুজনেই চুপ হয়ে গেলাম। নীরবতাটা অস্বস্তিকর ছিল না। বরং মনে হচ্ছিল… কথা না বলেও কিছু একটা পরিষ্কার হয়ে গেছে।

কল শেষ করার আগে ও বলল—

— কাল যদি এমন হয়… আমি আগে জানিয়ে দেব।

আমি বললাম—

— ঠিক আছে।

একটু থেমে আবার বললাম—

— আমিও।

কলটা কেটে গেল। ঘরটা আবার আগের মতোই শান্ত হয়ে গেল। ফোনটা টেবিলের ওপর রেখে পানি খেতে গেলাম। হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ থেমে গেলাম।

সারাদিনের কথাগুলো একবার মনে পড়ল। সকাল থেকে কতবার ফোনটা হাতে নিয়েছি… কতবার চ্যাট খুলেছি… কতবার একটা মেসেজ লিখে মুছে দিয়েছি…

তারপর নিজের কাছেই একটা প্রশ্ন এল—

আমি আসলে কিসের অপেক্ষা করছিলাম?

উত্তরটা খুব কঠিন ছিল না।

একটা মানুষের জন্য।

।

Chapter 14 — নিজের অজান্তে

কিছু সম্পর্কের কোনো নির্দিষ্ট শুরু থাকে না। কোনো দিন-তারিখও না। একদিন শুধু খেয়াল হয়… মানুষটা জীবনের ভেতরে ঢুকে গেছে।

সকালে ঘুম ভাঙতেই ফোনটা হাতে নিলাম। ওর মেসেজ আগেই এসে গেছে।

— ঘুম ভেঙেছে?

আমি উত্তর দিলাম—

— এই তো। আপনি?

— অনেকক্ষণ হলো।

তারপর খুব সাধারণ কিছু কথা। নাস্তা। কাজ। দিনের পরিকল্পনা। এর মধ্যে বিশেষ কিছু ছিল না। তবু… দিন শুরু করার জন্য এগুলোই যেন যথেষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

বিকেলে বাজারে গিয়েছিলাম। একটা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে হঠাৎ একটা মগ চোখে পড়ল। খুব সাধারণ একটা মগ। তবু মনে হলো… ও দেখলে হয়তো বলত—

"এটার রংটা সুন্দর।"

নিজেই হেসে ফেললাম। ও তো এখানে নেই। তবু… মনে হলো, কথাটা যেন ওর কাছ থেকেই শুনলাম।

রাতে কথা বলতে বলতে ও জিজ্ঞেস করল—

— আজ কী করেছেন?

আমি বলতে শুরু করলাম। বাজারে যাওয়া। একজন পুরোনো পরিচিতের সঙ্গে দেখা। রাস্তার ছোট একটা ঘটনা। বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেলাম।

ও বলল—

— থেমে গেলেন কেন?

আমি হেসে বললাম—

— না... ভাবছিলাম।

— কী?

— আগে এসব কাউকে বলতাম না।

ও কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর শুধু বলল—

— এখন বলেন।

আমি ছোট করে উত্তর দিলাম—

— হুম।

কলটা শেষ হওয়ার আগে ও বলল—

— কাল একটু ব্যস্ত থাকব।

আমি বললাম—

— ঠিক আছে।

ও আবার বলল—

— তবে সময় পেলেই লিখব।

আমি না ভেবেই বলে ফেললাম—

— আমি অপেক্ষা করব।

কথাটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার পর নিজেই থেমে গেলাম। ওপাশ থেকেও কোনো উত্তর এল না। শুধু খুব আস্তে একটা হাসি।

কলটা শেষ হয়ে গেল। ফোনটা টেবিলের ওপর রেখে জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। বাইরে রাত নেমেছে। সবকিছু আগের মতোই। একই ঘর। একই আকাশ। একই জীবন।

তবু… কোথাও যেন খুব ছোট একটা পরিবর্তন হয়ে গেছে।

কোনো মানুষ হঠাৎ করে আপন হয়ে যায় না। প্রতিদিনের ছোট ছোট কথায়। খোঁজ নেওয়ায়। অপেক্ষায়। তারপর কোনো একদিন… নিজের অজান্তেই বুঝতে হয়, মানুষটা তোমার দিনের একটা অংশ হয়ে গেছে।

আমি সেদিনও সেটা পুরোপুরি বুঝিনি।

শুধু জানতাম—

কাল ও ব্যস্ত থাকবে।

আর আমি সত্যিই অপেক্ষা করব।

l

Chapter 15 — মাঠের পরে

শুক্রবার হলেই বিকেলে মাঠে যেতাম। শুরুর দিকে শুধু খেলতেই যেতাম। পরে কেন যেতাম… সেটা তখনও নিজের কাছেই পরিষ্কার ছিল না।

জুতা পরে বের হতে যাচ্ছিলাম। ঠিক তখনই ফোনে মেসেজ এল।

— কোথায় যাচ্ছেন?

— মাঠে।

— আবার ফুটবল?

— হুম।

কয়েক সেকেন্ড পর ও লিখল—

— সাবধানে খেলবেন। আগেরবারও তো লেগেছিল।

আমি হেসে উত্তর দিলাম—

— কিছু হবে না।

ও আর তর্ক করল না। শুধু লিখল—

— ঠিক আছে। পরে কথা হবে।

মাঠে নেমে প্রথম আধা ঘণ্টা ভালোই গেল। তারপর একটা বল কেড়ে নিতে গিয়ে ধাক্কা খেলাম। পড়ে গিয়ে কনুই ছড়ে গেল। হাঁটুতেও ব্যথা লাগল।

বন্ধুরা বলল—

"উঠ, ঠিক আছিস?"

আমি হেসে বললাম—

"কিছু হয়নি।"

তারপর আবার খেলতে শুরু করলাম।

রাতে ওর কল এল।

— বাসায় ফিরেছেন?

— হ্যাঁ।

— খেলাও শেষ?

— হুম।

কথা চলছিল। হঠাৎ ও জিজ্ঞেস করল—

— আপনার গলাটা এমন শোনাচ্ছে কেন?

আমি একটু থামলাম।

— কেমন?

— মনে হচ্ছে ব্যথা পেয়েছেন।

আমি হেসে উড়িয়ে দিলাম।

— না, কিছু না।

ও সঙ্গে সঙ্গে বলল—

— ক্যামেরা অন করবেন?

আমি এড়িয়ে যেতে চেয়েছিলাম। পারলাম না। ক্যামেরা চালু করতেই ও কনুইয়ের দিকে তাকিয়ে রইল।

তারপর শান্ত গলায় বলল—

— এটা আপনার "কিছু না"?

আমি উত্তর খুঁজে পেলাম না।

ও এবার একটু বিরক্ত হলো।

— সব সময় এমন করেন কেন?

— লেগেছে, তারপরও বলবেন কিছু হয়নি।

— নিজের শরীরের কথাও কি একটু ভাবা যায় না?

আমি শুধু শুনছিলাম। ওর কথা শেষ হওয়ার পর বললাম—

— এত রাগ করছেন কেন?

ও কয়েক সেকেন্ড চুপ করে রইল।

তারপর বলল—

— রাগ না। ভালো লাগছে না।

এরপর আর কেউ ওই বিষয়টা নিয়ে কথা বাড়াল না। অন্য গল্প শুরু হয়ে গেল। কিন্তু আমার মনটা আর পুরোপুরি সেই গল্পে ছিল না।

বারবার একটা কথাই মাথায় ঘুরছিল—

"রাগ না। ভালো লাগছে না।"

পরের শুক্রবার বের হওয়ার আগে জুতা হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ বসে ছিলাম। আজও মাঠে যাব। তবে আগের মতো তাড়াহুড়ো লাগছিল না।

বের হওয়ার আগে হাঁটুর পুরোনো ব্যান্ডেজটা ব্যাগে রেখে দিলাম। তারপর নিজেই হেসে ফেললাম।

ও তো কিছুই বলেনি। তবু ব্যান্ডেজটা সঙ্গে নেওয়ার কারণটা আমি জানতাম।

দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে পড়লাম। মাঠে যাওয়ার পথটা একই ছিল। কিন্তু আমার মাথায় তখন একটা নতুন অভ্যাস তৈরি হয়ে গেছে—

নিজের কিছু করার আগে, অজান্তেই ও কী বলত সেটা ভাবা।

|

Chapter 16 — প্রথম ভবিষ্যৎ

সেদিন রাতে অনেকক্ষণ কথা হচ্ছিল। কোনো বিশেষ বিষয় ছিল না। যেমন প্রায়ই হতো। একটা গল্প শেষ হতে না হতেই আরেকটা শুরু হয়ে যেত।

হঠাৎ ও জিজ্ঞেস করল—

— একটা প্রশ্ন করি?

— করেন

— পাঁচ বছর পর নিজেকে কোথায় দেখতে চান?

উত্তর দিতে গিয়ে থেমে গেলাম। এত সহজ একটা প্রশ্ন। তবু উত্তরটা সহজ ছিল না।

আমি বললাম—

— জানি না।

ও হেসে বলল—

— কেউ "জানি না" বলতে পারে নাকি?

আমি বললাম—

— পরে। যখন সত্যিই জানে না।

ও কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল—

— আচ্ছা… তাহলে কী চান?

এবার উত্তর দিতে সময় লাগল না।

— লিখতে চাই।

— শুধু লিখতে?

— হুম। এমন কিছু লিখতে চাই, যেটা শেষ করার পর মনে হবে... চেষ্টা করেছিলাম।

ও বলল—

— পারবেন।

আমি হেসে ফেললাম।

— এত সহজে বিশ্বাস করেন?

ও বলল—

— না।

আমি একটু অবাক হলাম।

ও আবার বলল—

— বিশ্বাস করি না। আমি দেখেছি।

— আপনি যেভাবে একটা বিষয় নিয়ে পড়ে থাকেন... একদিন না একদিন শেষ করেনই।

আমি কিছু বললাম না। কারণ নিজের ওপর আমার যতটা বিশ্বাস ছিল, তার চেয়ে বেশি বিশ্বাস ওর গলায় শুনতে পাচ্ছিলাম।

আমি বিষয়টা ঘুরিয়ে দিলাম।

— আপনার কথা বলেন।

ও একটু হেসে বলল—

— আমি?

— হুম।

— খুব বড় কিছু না। আমি শুধু চাই… যাদের নিয়ে থাকব, তারা ভালো থাকুক।

আমি বললাম—

— নিজের কথা?

ও চুপ করে গেল। তারপর বলল—

— ওটাও হয়তো এর মধ্যেই আছে।

কথাটা সেখানেই থেমে গেল। কিন্তু আমার মাথায় থেকে গেল।

কল শেষ হওয়ার আগে ও বলল—

— একটা কথা রাখবেন?

আমি হেসে বললাম—

— আমি তো কথা দিই না।

ওও হেসে ফেলল।

— জানি। তাই প্রতিশ্রুতি চাইছি না। শুধু বলছি… লেখা ছাড়বেন না।

আমি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম—

— চেষ্টা করব।

কল কেটে যাওয়ার পর ডেস্কের সামনে গিয়ে বসলাম। খাতাটা খুললাম। অনেকক্ষণ কলমটা হাতে নিয়েও কিছু লিখলাম না। তারপর ধীরে ধীরে একটা লাইন লিখলাম—

"আজ কেউ আমার স্বপ্নের কথা আমার চেয়েও বেশি বিশ্বাস করে বলল।"

লাইনটা পড়ে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলাম। তারপর খাতাটা বন্ধ করে দিলাম।

|

Chapter 17 — অভ্যাসের চেয়েও বেশি

সেদিন ওর খুব ব্যস্ত দিন ছিল। সকালে একটা মেসেজ এসেছিল। তারপর দুপুরে ছোট্ট একটা রিপ্লাই। এরপর আর কিছু না। আগে হলে বিষয়টা নিয়ে ভাবতাম না। কিন্তু সেদিন বারবার ফোনটা হাতে নিচ্ছিলাম। কোনো নতুন নোটিফিকেশন নেই। আবার রেখে দিচ্ছিলাম।

রাতে ওর কল এল।

কল ধরতেই বলল—

— আজকে ঠিকমতো কথা বলতে পারলাম না।

আমি বললাম—

— সমস্যা নেই।

ও হেসে বলল—

— আপনি মুখে এটা বলেন। কিন্তু আপনার গলায় অন্য কথা শোনা যায়।

আমি হেসে উড়িয়ে দিতে চাইলাম।

— এত কিছু বুঝে ফেলেন কীভাবে?

— জানি না। এখন একটু বুঝতে পারি।

কথা ধীরে ধীরে অন্যদিকে চলে গেল। দিনের গল্প। ছোটখাটো ঘটনা। তারপর হঠাৎ ও বলল—

— আজ সারাদিন একটা জিনিস বারবার মনে হচ্ছিল।

— কী?

— আপনার সঙ্গে কথা হয়নি।

আমি কিছু বললাম না। ও নিজেই আবার বলল—

— অদ্‌ভুত লাগছিল।

অনেকক্ষণ চুপ করে রইলাম। তারপর ধীরে বললাম—

— আমারও।

ওপাশে কয়েক সেকেন্ড কোনো শব্দ নেই। তারপর খুব আস্তে ওর হাসির শব্দ শুনলাম।

— তাহলে শুধু আমারই না।

আমি বললাম—

— মনে হয় না।

কথা শেষ হওয়ার আগে ও বলল—

— একটা অনুরোধ করব?

— করেন।

— কোনো কষ্ট হলে লুকাবেন না। অন্তত আমাকে বলবেন।

আমি হালকা হেসে বললাম—

— আমি তো সব সময় এমন পারি না।

— জানি।

কয়েক সেকেন্ড চুপ থেকে ও বলল—

— তবু চেষ্টা করবেন?

আমি ভেবে উত্তর দিলাম—

— চেষ্টা করব।

ও বলল—

— এই উত্তরটাই আমার দরকার ছিল।

কলটা শেষ হওয়ার পর অনেকক্ষণ ফোনটা হাতেই ছিল। আজ সারাদিন কী কী করেছি, তার বেশির ভাগই মনে পড়ছিল না। শুধু মনে ছিল— আজ কথা কম হয়েছে।

তারপরও রাতটা অদ্‌ভুতভাবে হালকা লাগছিল। হয়তো কারণ… দুজনের কাছেই একই জিনিসের অভাব তৈরি হয়েছিল। কথা না হওয়ার।

ফোনটা টেবিলে রেখে ঘুমাতে যাওয়ার আগে চ্যাটটা একবার খুললাম। শেষ মেসেজটা পড়লাম। তারপর ফোনটা রেখে দিলাম। এবার আর কিছু চেক করার দরকার মনে হলো না।

অভ্যাসের শুরুটা হয়েছিল কথা দিয়ে।

কিন্তু এটা তার চেয়ে একটু বেশি হয়ে গেছে।

Chapter 18 — স্বাভাবিক

কবে থেকে এটা শুরু হয়েছিল, মনে নেই। একদিন শুধু খেয়াল করলাম… ওকে কিছু জানানো আলাদা করে মনে রাখতে হয় না। নিজে থেকেই বলে ফেলি।

সেদিন দুপুরে মাঠে যাওয়ার আগে লিখলাম—

— বের হচ্ছি।

ও সঙ্গে সঙ্গে রিপ্লাই দিল—

— আবার ফুটবল?

— হুম।

— ঠিক আছে। খেলা শেষ হলে একটা মেসেজ দেবেন।

আমি শুধু লিখলাম—

— আচ্ছা।

খেলা শেষ হতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। বন্ধুদের সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ বসেছিলাম। বাসায় ফিরতে ফিরতে ফোনটা হাতে নিলাম। ওর তিনটা মেসেজ।

— শেষ?

— বাসায় ফিরেছেন?

— ঠিক আছেন তো?

আমি বুঝতেই পারিনি সময় এতটা চলে গেছে। তাড়াতাড়ি লিখলাম—

— সরি। খেয়াল ছিল না। এখন ফিরছি।

রিপ্লাই আসতে বেশি সময় লাগল না।

— সরি বলবেন না। শুধু একটা খবর দিলেই হতো।

আমি স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে রইলাম। একটা খবর। এতটুকুই।

রাতে কল হলো।

ও বলল—

— জানেন আজ কেন রাগ হয়েছিল?

আমি বললাম—

— দেরি করেছি বলে?

— না।

আমি চুপ করে রইলাম।

ও বলল—

— আমি অপেক্ষা করছিলাম।

কথাটা খুব সাধারণ ছিল। কিন্তু কেন জানি… আমার কাছে সাধারণ লাগল না।

আমি বললাম—

— এরপর থেকে জানিয়ে দেব।

ও সঙ্গে সঙ্গে বলল—

— কথা দেবেন না। ভুলে গেলে আবার ভুলে যাবেন।

আমি হেসে ফেললাম।

— তাহলে?

— শুধু চেষ্টা করবেন।

আমি বললাম—

— আচ্ছা।

কথা অন্যদিকে চলে গেল। কিন্তু সেদিনের ওই কথাটা মাথায় থেকে গেল।

আমি অপেক্ষা করছিলাম।

এরপর থেকে মাঠে যাওয়ার আগে শুধু জুতা নিতাম না। ফোনের চার্জও দেখে নিতাম। খেলা শেষ হলে সবার আগে মেসেজ দিতাম। তারপর অন্য কাজ।

কেউ আমাকে এটা করতে বলেনি। কেউ বাধ্যও করেনি। কখন যে একটা ছোট্ট অভ্যাস হয়ে গেল… নিজেও টের পাইনি।

মজার ব্যাপার হলো, কিছুদিন পর আর এটাকে অভ্যাস বলেও মনে হতো না।

মাঠে যাওয়ার আগে জানানো। খেলা শেষ হলে খবর দেওয়া। বাসায় ফিরলে কথা বলা। সবকিছু এমন স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছিল… যেন শুরু থেকেই এমন ছিল।

Chapter 19 — আগে এমন ছিলেন না

কবে থেকে শুরু হয়েছিল… আমি আজও ঠিক বলতে পারি না। শুধু জানি— একসময় ওর সঙ্গে কথা বলা ছিল আমার দিনের একটা অংশ। তারপর ধীরে ধীরে… ও নিজেই হয়ে উঠল আমার দিনের সবচেয়ে প্রতীক্ষিত সময়।

সেদিন বিকেলে ও বাইরে গিয়েছিল। অনেকক্ষণ পর একটা ছবি পাঠাল। আমি ছবিটা খুললাম। প্রথমে কিছু বললাম না। শুধু তাকিয়ে রইলাম। একবার। তারপর আবার। কেন জানি তৃতীয়বারও ছবিটা খুললাম।

ও লিখল—

— কী হলো?

আমি উত্তর দিলাম না। ছবিটা আবার দেখলাম।

কিছুক্ষণ পর ও আবার লিখল—

— এত চুপ কেন?

এবার লিখলাম—

— তুমি জানো একটা কথা?

— কী?

স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ থেমে থেকে লিখলাম—

— আমার চোখে তুমিই পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর মেয়ে।

কয়েক সেকেন্ড কোনো উত্তর এল না। তারপর—

— কী হয়েছে আপনার?

আমি হেসে ফেললাম।

— কিছু হয়নি।

— আগে তো এমন ছিলেন না।

কথাটা পড়ে আমি থেমে গেলাম।

সত্যিই... আগে আমি এমন ছিলাম না। আগে কারও একটা ছবি এতক্ষণ ধরে দেখিনি। কাউকে দেখে একই কথা বারবার বলতে ইচ্ছে করেনি। কাউকে নিয়ে দিনের এতটা সময় ভাবার অভ্যাসও ছিল না।

আমি লিখলাম—

— আগে জানতামই না, পৃথিবীতে এত সুন্দর মানুষও থাকে।

ও একটা হাসির ইমোজি পাঠাল। তারপর লিখল—

— আজকে প্রশংসা একটু বেশি হচ্ছে না?

আমি উত্তর দিলাম—

— আমি তো কমই বলছি।

সন্ধ্যায় ভিডিও কল হলো। ওর মুখে তখনও সেই একই হাসি। আমি খুব বেশি কথা বলছিলাম না। শুধু তাকিয়ে ছিলাম।

ও হেসে বলল—

— কী দেখেন এত?

— জানি না।

ও সঙ্গে সঙ্গে বলল—

— আবার "জানি না"?

আমি হেসে মাথা নাড়লাম। তারপর আস্তে বললাম—

— তোমাকে দেখলে অন্যদিকে তাকাতে ইচ্ছে করে না।

ও কিছু বলল না। শুধু চোখ নামিয়ে হালকা হেসে ফেলল। ওর এই চুপ করে হাসাটা... কেন জানি, আমার খুব ভালো লাগত।

কথা বলতে বলতে কখন রাত হয়ে গেল, বুঝতেই পারিনি।

কল শেষ করার আগে আমি বললাম—

— একটা কথা বলব?

— বলেন।

— তুমি না থাকলে এখন কেমন যেন লাগে।

ও চুপ করে রইল।

আমি আবার বললাম—

— আগে এমন লাগত না।

কয়েক সেকেন্ড পর ও ধীরে বলল—

— আমারও… আগে এমন লাগত না।

কল কেটে গেল। আমি অনেকক্ষণ ফোনটা নামাইনি। ঘরের সবকিছু আগের মতোই ছিল। শুধু আমার ভেতরের কথাগুলো আর আগের মতো ছিল না।

সেদিন রাতে ঘুম আসছিল না। নিজের সঙ্গেই আস্তে করে বললাম—

"কিরে তাসিন…"

"একটা মানুষকে এতটা নিয়ে ভাবিস কেন?"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে নিজেই হেসে ফেললাম।

উত্তরটা তখনও মুখে আনিনি।

শুধু জানতাম—

আগে এমন ছিলাম না।

|

Chapter 20 — কথাটা বলেই ফেললাম

সেদিন রাতেও প্রতিদিনের মতোই কথা হচ্ছিল। কোনো বিশেষ কারণ ছিল না। আমাদের তখন আর কথা বলার জন্য আলাদা কোনো বিষয় লাগত না। চুপ থেকেও অনেকটা সময় কেটে যেত।

হঠাৎ ও বলল—

— একটা কথা বলি?

— বলেন।

— আপনার একটা জিনিস অনেক বদলে গেছে।

আমি হেসে বললাম—

— আবার কী বদলাল?

— আগে সবকিছু যুক্তি দিয়ে বুঝাতেন। এখন অনেক সময় শুধু চুপ করে থাকেন।

আমি উত্তর দিলাম না। কারণ… ও ভুল বলেনি।

আমি সত্যিই বদলে গিয়েছিলাম। আগে প্রতিটা কথার উত্তর খুঁজতাম। এখন… কিছু কিছু মানুষের পাশে উত্তর না থাকলেও শান্তি লাগত।

ও বলল—

— কী ভাবছেন?

আমি হালকা হেসে বললাম—

— ভাবছি… আগে এমন ছিলাম না।

ওও হেসে ফেলল।

— এই লাইনটা এখন আপনার খুব প্রিয় হয়ে গেছে।

কথাটা শেষ হওয়ার পর কয়েক সেকেন্ড নীরবতা।

আমি জানতাম না কেন… সেদিন বুকের ভেতর অদ্‌ভুত একটা চাপ অনুভব হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, আজ যদি না বলি… হয়তো আর কোনোদিনও বলা হবে না।

আমি খুব আস্তে বললাম—

— একটা কথা বলব?

— বলেন।

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে রইলাম। কোনো প্রস্তুতি নিলাম না। কোনো সুন্দর বাক্যও বানালাম না। শুধু যেটা সত্যি ছিল, সেটাই বলে ফেললাম—

— আমি মনে হয় তোমাকে ভালোবেসে ফেলেছি।

ওপাশে কোনো উত্তর নেই। শুধু নিঃশ্বাসের শব্দ। এক সেকেন্ড। দুই সেকেন্ড।

তারপর খুব আস্তে বলল—

— মনে হয়?

আমি লজ্জা পেয়ে হেসে ফেললাম।

— না… মনে হয় না।

একটু থেমে বললাম—

— আমি নিশ্চিত।

আবার নীরবতা।

আমি ভাবছিলাম... হয়তো তাড়াহুড়ো করে ফেলেছি। হয়তো কথাটা বলা উচিত হয়নি।

ঠিক তখনই ও বলল—

— আমি জানতাম।

আমি অবাক হয়ে গেলাম।

— কীভাবে?

ও হেসে বলল—

— যে মানুষটা আগে একটা ছবিও দেখে কিছু বলত না, সে এখন একই ছবি পাঁচ মিনিট ধরে দেখে।

— যে মানুষটা আগে নিজের কষ্টের কথাও বলত না, সে এখন ছোট ছোট সবকিছু শেয়ার করে।

— যে মানুষটা বারবার বলে, "আগে এমন ছিলাম না"... তার উত্তর তো অনেক আগেই পেয়ে গিয়েছিলাম।

আমি কিছু বলতে পারলাম না

ও খুব শান্ত গলায় বলল—

— আর একটা কথা বলি?

— হুম।

— আমিও।

শুধু একটা শব্দ। আর কিছু না।

"আমিও।"

সেদিন আমরা কেউ চিৎকার করে খুশি হইনি। কেউ ভবিষ্যতের হাজারটা স্বপ্নও দেখিনি। শুধু… দুজন মানুষ নিজেদের মনের কথাটা একে অপরকে জানিয়েছিল।

কলটা শেষ হওয়ার পর অনেকক্ষণ জানালার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলাম। পৃথিবীর কিছুই বদলায়নি। একই রাত। একই ঘর। একই আকাশ। তবু নিজের ভেতরটা কেমন যেন অন্যরকম লাগছিল।

সেদিন রাতেই ডায়েরি খুললাম। অনেকক্ষণ কলম হাতে নিয়ে বসে থাকার পর লিখলাম—

"আজ থেকে পৃথিবীতে আমার জন্য একজন মানুষ অপেক্ষা করবে।"

লাইনটা পড়ে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলাম। তারপর ডায়েরিটা বন্ধ করে দিলাম। সেদিনের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট ছিল।

|

Chapter 21 — ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রথম কথা

প্রেমের কথা বলার পরও সবকিছু হঠাৎ বদলে যায়নি। বরং আগের মতোই চলছিল। শুধু একটা পার্থক্য ছিল—এখন আমরা দুজনেই জানতাম, এই সম্পর্কটার একটা নাম আছে।

দিনের পর দিন কথা হয়েছে। রাগ করেছি। আবার ঠিকও হয়ে গেছি। কখনো কোনো কারণ ছাড়াই কথা বন্ধ রেখেছি। আবার কিছুক্ষণ পর নিজেরাই কথা শুরু করেছি। ছোট ছোট বিষয় নিয়ে অভিমান হয়েছে। আবার সেই ছোট বিষয়েই হাসিও হয়েছে। কখন যে কয়েক মাস পেরিয়ে গেল, বুঝতেই পারিনি।

সকালে ঘুম থেকে উঠে ওকে মেসেজ না দিলে দিনটা কেমন অসম্পূর্ণ লাগত। রাতে কথা না বলে ঘুমাতে যাওয়ার কথাও ভাবা যেত না। এসব কোনো নিয়ম ছিল না। কেউ কাউকে শেখায়ওনি। তবু ধীরে ধীরে… এগুলোই আমাদের স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছিল।

সেদিন রাতে কলে কথা হচ্ছিল। কথা বলতে বলতে হঠাৎ আমি চুপ হয়ে গেলাম। ও বুঝে ফেলল।

— কী হলো?

আমি বললাম—

— কিছু না।

ও হেসে বলল—

— এই "কিছু না" বললেই বুঝি কিছু একটা আছে।

কয়েক সেকেন্ড চুপ থেকে বললাম—

— একটা কথা মাথা থেকে নামছে না।

— বলেন।

আমি ধীরে বললাম—

— আমি অনেক কিছু হারিয়েছি। এখন আর কিছু হারাতে চাই না।

ও কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর খুব শান্ত গলায় বলল—

— এত চিন্তা করেন কেন? আমি তো আছি। আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে যাবে।

কথাগুলো শুনে ভালো লাগছিল। তবু আমার ভেতরের মানুষটা তখনও পুরো বদলে যায়নি। আমি একটু হেসে বললাম—

— বিশ্বাসের সমস্যা তোমার সঙ্গে না।

ও চুপ করে রইল।

আমি বললাম—

— তোমার ওপর বিশ্বাস আছে। কিন্তু তোমার বাসার মানুষের ওপর নেই। কখন কী হয়ে যায়... কেউ বলতে পারে না।

ও এবার একটু সিরিয়াস হয়ে গেল।

— আপনি এত দূরের কথা ভাবেন কেন?

আমি কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললাম—

— কারণ আমি কাছের মানুষ হারিয়ে দূরের কথা ভাবতে শিখেছি।

ও বলল—

— আপনি সবসময় সবচেয়ে খারাপটাই আগে ভাবেন।

আমি হেসে ফেললাম।

— অভ্যাস হয়ে গেছে।

ও কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর বলল—

— একটা কথা বলি?

— বলেন।

— যদি কোনোদিন এমন সময় আসে... যখন আপনার পাশে একজন মানুষ দরকার হবে... আমি থাকব।

আমি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলাম না। কারণ... কথা বলা সহজ। সময় এলে পাশে থাকা কঠিন। তবুও ওর কথাটা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছিল। অনেক ইচ্ছে করছিল।

সেদিন কল শেষ হওয়ার পর অনেকক্ষণ জেগে ছিলাম। বারবার একটা কথাই মাথায় ঘুরছিল—

"যদি সত্যিই এমন হয়?"

"যদি সত্যিই এবার কেউ থেকে যায়?"

সেই রাতে প্রথমবার ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবলাম। আগে ভবিষ্যৎ মানে ছিল—আমি কী হব। কীভাবে দাঁড়াব। কীভাবে নিজের জীবনটা ঠিক করব। সেদিন প্রথমবার সেই ভবিষ্যতের ছবিতে আরেকজন মানুষও ছিল। আমি একা ছিলাম না।

ডায়েরিটা খুলে কিছু লিখতে গিয়েও থেমে গেলাম। শেষ পর্যন্ত শুধু একটা লাইন লিখলাম—

"আজ প্রথমবার ভবিষ্যৎকে একা ভাবিনি।"

তারপর ডায়েরিটা বন্ধ করে দিলাম।

|

Chapter 22 — হিসাব

সেদিন দুপুরে ওর সঙ্গে খুব বেশি কথা হয়নি। ও ব্যস্ত ছিল। আমিও ছিলাম। তবুও… দিনের শেষে আমরা ঠিকই কথা বলতাম। যেন এটাই স্বাভাবিক।

রাতে কল হলো। প্রথমে অনেক সাধারণ কথাই হচ্ছিল। কে কী খেয়েছে। দিন কেমন গেল। কী নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। এসব।

হঠাৎ আমি বললাম—

— একটা প্রশ্ন করি?

— করেন।

— যদি সবকিছু আমার ভাবনার মতো না হয়… তখন?

ও একটু হেসে বলল—

— আবার শুরু করলেন?

আমি হাসলাম না। কারণ… আমি সত্যিই উত্তরটা জানতে চেয়েছিলাম।

ও বুঝতে পারল। হাসিটা মিলিয়ে গেল।

— আপনি আসলে কী নিয়ে এত ভাবেন?

কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললাম—

— টাকা। ভবিষ্যৎ। নিজের অবস্থান।

একটু থেমে বললাম—

— আর… তোমাকে।

ও খুব ধীরে বলল—

— আমাকে নিয়ে ভাবার কী আছে?

আমি দীর্ঘশ্বাস ফেললাম।

— আছে। অনেক আছে।

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ। তারপর বললাম—

— আমি চাই না কোনোদিন তুমি আমার জন্য কষ্ট পাও। আমি চাই... যখন তোমার পাশে দাঁড়াব, তখন মাথা নিচু করে না দাঁড়াই।

ও বলল—

— আমি তো এগুলো ভাবি না।

আমি হালকা হেসে বললাম—

— কিন্তু আমি ভাবি।

ও কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলল—

— আপনি সবকিছুর হিসাব করেন।

আমি বললাম—

— না।

একটু থেমে বললাম—

— শুধু হারানোর আগে হিসাব করতে শিখেছি।

ওর গলাটা এবার একটু নরম হয়ে গেল।

— আপনি এত ভয় পান কেন?

আমি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিতে পারলাম না। কারণ… ভয়ের কোনো এক লাইনের ব্যাখ্যা হয় না।

অনেকক্ষণ পর শুধু বললাম—

— কারণ আমি জানি… একটা মানুষকে হারাতে একদিনই যথেষ্ট।

ও এবার একটু রেগে গেল।

— আপনি আবার এসব বলছেন? আমি তো আছি। আমি কি একদিনে চলে যাব নাকি?

আমি হেসে বললাম—

— আমি চাই তুমি কোনোদিনই যেও না।

ও এবারও আগের মতোই নরম হয়ে গেল।

— আচ্ছা… বুঝেছি। এত রাগ দেখানোর দরকার নেই। আপনি আবার মন খারাপ করে বসে থাকবেন।

আমি হেসে ফেললাম।

— এত বুঝো কীভাবে?

ও উত্তর দিল—

— প্রায় এক বছর হয়ে গেল। এতটুকু না বুঝলে চলবে?

কল শেষ হওয়ার পর অনেকক্ষণ ফোনটা হাতে নিয়ে বসে ছিলাম। ঘরে তখন আর কোনো শব্দ ছিল না। শুধু একটা কথাই মাথায় ঘুরছিল—

আমি ওকে হারাতে চাই না।

টাকার চিন্তা ছিল। ভবিষ্যতের চিন্তা ছিল। নিজের অবস্থান নিয়ে ভয় ছিল। কিন্তু সবকিছুর নিচে... একটা ভয়ই সবচেয়ে বড় ছিল।

ওকে হারানোর ভয়।

।

Chapter 23 — সময়ের হিসাব

দিনগুলো তখন খুব দ্রুত কেটে যাচ্ছিল। কথা হতো। হাসি ছিল। অভিমানও ছিল। বাইরে থেকে দেখলে… আমাদের মধ্যে বিশেষ কিছুই বদলায়নি।

তবু আমি একটা জিনিস খেয়াল করতে শুরু করেছিলাম। আগে ওর সঙ্গে কথা বলার জন্য সময় খুঁজতে হতো না। সময় নিজেই যেন আমাদের জন্য তৈরি হয়ে যেত। এখন… সময় বের করতে হতো।

একদিন দুপুরে আমি লিখলাম—

— কী করছ?

অনেকক্ষণ কোনো উত্তর এল না। আমি ফোনটা পাশে রেখে নিজের কাজ করতে শুরু করলাম। প্রায় এক ঘণ্টা পর রিপ্লাই এল—

— বাসায় কাজ ছিল।

আমি শুধু লিখলাম—

— আচ্ছা।

আগে হলে হয়তো জিজ্ঞেস করতাম—

— কী কাজ?

— কখন ফ্রি হবে?

সেদিন কিছুই জিজ্ঞেস করলাম না। অদ্ভুতভাবে… আমি অপেক্ষা করতে শিখছিলাম।

রাতে ও নিজেই ফোন করল। কথা শুরু হতেই আগের মতোই হাসি। আগের মতোই গল্প। আমি বুঝতে পারছিলাম… ওর সঙ্গে কথা বললে আমার ভেতরের অস্বস্তিটা কিছুক্ষণের জন্য থেমে যায়।

হঠাৎ ও বলল—

— আজ এত চুপচাপ কেন?

আমি হেসে বললাম—

— কিছু না।

ও সঙ্গে সঙ্গে বলল—

— আপনার এই "কিছু না" কথাটা আমি চিনি।

আমি একটু হেসে বললাম—

— তাহলে আজ কী বুঝলে?

ও বলল—

— আপনি কিছু একটা ভাবছেন।

আমি উত্তর দিলাম না। কারণ… সত্যিটা তখনও পুরো বুঝতে পারিনি। আমি শুধু জানতাম, আগের মতো সময় পাচ্ছি না। আর সেই কমে যাওয়া সময়ের ভেতরেই… আমি নিজের জন্য অদ্ভুত কিছু প্রশ্ন তৈরি করে ফেলছিলাম।

কথা শেষে ও বলল—

— কাল কথা হবে।

আমি বললাম—

— হুম।

ফোনটা রেখে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম। তারপর মনে হলো—সমস্যা হয়তো সময় কমে যাওয়া না। সমস্যা হলো… আমি এখন সেই কমে যাওয়া সময়টাকেও আগের সময় দিয়ে মাপছি।

সেদিন প্রথমবার বুঝলাম—

সম্পর্ক বদলেছে কি না, সেটা শুধু কত ঘণ্টা কথা হলো তা দিয়ে বোঝা যায় না। কখনো বোঝা যায়… কথা শেষ হওয়ার পর মানুষটা কতক্ষণ তোমার মাথায় থাকে।

।

Chapter 24 — কথার ভেতরের নীরবতা

সময় যত যাচ্ছিল, আমরা আগের মতোই কথা বলতাম। কিন্তু একটা জিনিস ধীরে ধীরে বদলাচ্ছিল। কথার পরিমাণ না—**কথার ভেতরের উষ্ণতা।**

আগে আমরা কোনো কারণ ছাড়াই ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলতাম। এখনো কথা হতো। তবে মাঝেমধ্যে মনে হতো, আমরা দুজনেই যেন নিজের নিজের ক্লান্তি নিয়ে ফোনের ওপাশে বসে আছি।

সেদিন রাতে কল হলো। ওর গলায় ক্লান্তি ছিল। আমি বুঝতে পারছিলাম।

— শরীর খারাপ?
— না। একটু ক্লান্ত লাগছে।

আমি কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললাম, **— তাহলে আজ তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ো।**

ও হেসে বলল, **— আগে তো এত সহজে ছাড়তেন না।**

আমি একটু থেমে গেলাম। সত্যিই, আগে আমি বলতাম— *"আর পাঁচ মিনিট থাকো।" "আরেকটু কথা বলি।"* আজ বললাম— *"ঘুমিয়ে পড়ো।"*

ও জিজ্ঞেস করল, **— রাগ করেছেন?**

আমি হেসে বললাম, **— না। শুধু চাই না তুমি ক্লান্ত হয়েও আমার সঙ্গে কথা বলো।**

ও কয়েক সেকেন্ড চুপ করে রইল। তারপর খুব আস্তে বলল, **— আপনি না... অনেক বদলে গেছেন।**

আমি জিজ্ঞেস করলাম, **— খারাপের দিকে?**

ও সঙ্গে সঙ্গে বলল, **— না। আগে শুধু আমাকে ভালোবাসতেন।** একটু থেমে বলল, **— এখন আমাকে বুঝতেও শিখছেন।**

আমি কিছু বললাম না। কারণ এই কথার উত্তর আমার কাছেও ছিল না। শুধু মনে হলো, হয়তো সত্যিই কিছু বদলেছে।

আগে ওর সঙ্গে কথা বলতে চাইতাম নিজের ভালো লাগার জন্য। এখন কখনো কখনো কথা না বলেও ওর ভালো থাকা নিশ্চিত করতে ইচ্ছে করত।

কলটা সেদিন তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল। ফোনটা রেখে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে ছিলাম। ঘরটা আগের মতোই নীরব। তবু সেই নীরবতাটা খারাপ লাগছিল না। কারণ জানতাম, আজ কথা কম হয়েছে। কিন্তু তার মানে এই না যে অনুভূতিটাও কমে গেছে।

সেদিন প্রথমবার বুঝলাম—কাউকে ভালোবাসা মানে সবসময় তার কাছে থাকতে চাওয়া না। কখনো কখনো, তার একটু বিশ্রামের জন্য নিজে চুপ করে থাকাও দরকার।

।

Chapter 25 — দুইটা স্বপ্ন

প্রায় এক বছর হতে চলেছিল। একটা সময় ছিল, যখন সারাদিনের গল্প শেষ হতো না। এখনো গল্প হতো। তবে সেই গল্পের মাঝখানে ভবিষ্যৎ এসে বসতে শুরু করেছিল।

সেদিন বিকেলে ও হঠাৎ বলল, **— একটা কথা জিজ্ঞেস করি?**

— করো।
— পাঁচ বছর পর নিজেকে কোথায় দেখতে চান?

প্রশ্নটা শুনে আমি হেসে ফেললাম। **— এত দূরের কথা কেন?**

ও বলল, **— এমনি। জানতে ইচ্ছে করল।**

কিছুক্ষণ ভেবে বললাম, **— নিজের পায়ে দাঁড়াতে চাই। তারপর... লিখতে চাই।**

ও চুপ করে শুনছিল। আমি আবার বললাম, **— ছোটবেলা থেকেই একটা স্বপ্ন আছে। কোনো একদিন নিজের লেখা একটা বই হাতে নেব।**

ও হেসে বলল, **— তখন কিন্তু প্রথম কপিটা আমার।**

আমি বললাম, **— প্রথমটা না।**

ও অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, **— কেন?**

আমি হেসে বললাম, **— প্রথম কপিটা আমি অনেকক্ষণ ধরে দেখব। তারপর দ্বিতীয় কপিটা তোমাকে দেব।**

ও হেসে ফেলল। **— ঠিক আছে।**

একটু পর বলল, **— কিন্তু একটা শর্ত আছে।**

— কী?

— বইয়ে আমাকে খারাপ বানাবেন না।

আমি মুচকি হেসে বললাম, **— গল্প যদি সত্যি হয়... তাহলে কাউকে ইচ্ছে করে খারাপও বানানো যায় না।**

ও কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল, **— একটা কথা বলি?**

— হুম।

— আপনি নিজের স্বপ্নটা কখনও ছাড়বেন না।

আমি উত্তর দিলাম না। কারণ স্বপ্ন ধরে রাখার চেয়ে কঠিন কাজ— **স্বপ্ন নিয়ে বেঁচে থাকা।**

আমি ধীরে বললাম, **— আগে একটা কাজ দরকার। তারপর বাকিটা।**

ও বলল, **— কাজ করবেন। লিখবেনও। দুটো একসাথেও তো হতে পারে।**

আমি হেসে বললাম, **— বাস্তব জীবন এত সহজ না।**

ও তখনও আশাবাদী ছিল। **— আপনি সবকিছু কঠিন করে ভাবেন। আমি বলছি, পারবেন।**

ওর আত্মবিশ্বাসটা আমার ভালো লাগত। কখনও কখনও মনে হতো, আমি নিজের ওপর যতটা বিশ্বাস করতাম, তার চেয়ে বেশি বিশ্বাস ও আমার ওপর করত।

সেদিন রাতে ঘুমানোর আগে একটা কাগজে লিখেছিলাম—

"একটা স্বপ্ন আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে।"

তার নিচে আরেকটা লাইন লিখলাম—

"আর একজন মানুষ সেই স্বপ্নটাকে বিশ্বাস করেছে।"

কাগজটা ভাঁজ করে টেবিলের ড্রয়ারে রেখে দিলাম।

তখন আমার কাছে দুটো জিনিস খুব পরিষ্কার ছিল।

একটা—**আমি লিখব।**

আরেকটা—**ওকে হারাতে চাই না।**

দুটোই তখন আমার কাছে সম্ভব মনে হচ্ছিল।

ভবিষ্যৎ যে সবসময় আমাদের হিসাব মেনে চলে না… **সেটা তখনও জানতাম না।**

|

Chapter 26 — বিশ্বাস আর অস্বস্তির মাঝখানে

সেদিন সন্ধ্যায় আমরা খুব সাধারণ কথাই বলছিলাম। কথার মাঝখানে হঠাৎ বললাম, — **একটা কথা বলব... রাগ করবে না তো?**

ও হাসল। — **আগে বলেন। তারপর দেখি রাগ করি কি না।**

আমি একটু ইতস্তত করে বললাম, — **ওই গ্রুপগুলোতে একটু কম থাকলে ভালো লাগত।**

ও সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করল, — **কেন?**

আমি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, — **কারণ ভালো লাগে না।**

ও লিখল, — **ওখানে তো শুধু গল্প করি। তাও সমস্যা?**

আমি উত্তর দিলাম, — **সমস্যা গল্পে না। সমস্যা আমার মনে।**

ও কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর লিখল, — **আচ্ছা। চেষ্টা করব।**

কথাটা সেখানেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। আমিও আর তুলিনি।

কয়েকদিন পর হঠাৎ একটা জিনিস চোখে পড়ল। আমি থেমে গেলাম। আবার দেখলাম। ভুল দেখছি কি না নিশ্চিত হলাম।

না... ভুল দেখিনি।

দুই দিন কিছু বললাম না। হয়তো নিজের মনকেই বোঝাতে চেয়েছিলাম। শেষ পর্যন্ত এক রাতে বললাম, — **একটা জিনিস দেখাব?**

— কী?

আমি Screenshot-গুলো পাঠিয়ে দিলাম।

অনেকক্ষণ কোনো উত্তর এল না। সেই কয়েক মিনিট অদ্ভুত লম্বা লাগছিল।

অবশেষে ও লিখল, **— আপনি এগুলো দেখলেন কীভাবে?**

আমি বললাম, **— সেটা গুরুত্বপূর্ণ না। আমি শুধু একটা জিনিস জানতে চাই।**

— কী?

আমি লিখলাম, **— সেদিন বলেছিলে কমাবে। তাহলে এটা কেন?**

অনেকক্ষণ কোনো উত্তর এল না।

তারপর—

— আমি ভেবেছিলাম এতে আপনার আর খারাপ লাগবে না।

স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে রইলাম। রাগ হচ্ছিল না। শুধু একটা অদ্ভুত শূন্যতা লাগছিল।

আমি লিখলাম, **— আমি কখনও বলিনি তুমি সবার সঙ্গে কথা বলবে না। আমি শুধু বলেছিলাম… যেটা বলো, সেটা রেখো।**

ও সঙ্গে সঙ্গে লিখল, **— সরি।**

এত ছোট একটা শব্দ… তবুও বুকটা হালকা হলো না।

আমি আর তর্ক করিনি। কারণ আমি জিততে চাইনি। আমি শুধু চাইছিলাম… আমার অস্বস্তিটা ও বুঝুক।

পরদিন আবার সব আগের মতো ছিল। আমরা কথা বলেছি। হেসেছি। রাতে "ঘুমিও" বলেছি। বাইরে থেকে দেখলে কেউ

বুঝতেই পারত না, আগের রাতে আমাদের মধ্যে এমন একটা কথোপকথন হয়েছিল।

কিন্তু আমি বুঝেছিলাম—

বিশ্বাস ভাঙে না একদিনে।

আগে… তার ভেতরে ছোট ছোট আঁচড় পড়ে।

।

Chapter 27 — ধীরে ধীরে

পরিবর্তনটা শুধু ওর মধ্যে হচ্ছিল না। আমার মধ্যেও হচ্ছিল। শুধু… আমি সেটা বুঝতে একটু দেরি করেছিলাম।

বন্ধুরা তখনও ডাকত।

— তাসিন, মাঠে আসবি?
— সবাই চলে এসেছে।

আগের মতোই।

কখনো উত্তর দিতাম, **— আসছি।** কখনো, **— আজ পারব না।**

কখন যে দ্বিতীয় উত্তরটাই বেশি হয়ে গেল, খেয়াল করিনি।

একদিন ও জিজ্ঞেস করল, **— আজ বন্ধুদের সঙ্গে বের হননি?**

আমি বললাম, **— না।**

— কেন?

আমি একটু ভেবে বললাম, **— এমনি।**

ও হেসে বলল, **— আপনার "এমনি" কথাটাও অনেক কিছু লুকায়।**

আমি হেসে বিষয়টা বদলে দিলাম। **— আপনার দিন কেমন গেল?**

ওর সঙ্গে কথা বললে আমি নিজের কথা ভুলে থাকতে পারতাম।

সমস্যা ছিল… ধীরে ধীরে নিজের অনেক কিছুই ভুলে যাচ্ছিলাম।

বন্ধুদের সঙ্গে আগের মতো দেখা হতো না। মাঠে যাওয়া কমে গেল। রাত জাগার অভ্যাস বদলাল। নিজের অনেক ছোট ছোট অভ্যাসও বদলে গেল।

কেউ আমাকে এসব করতে বলেনি। ও-ও না। আমি নিজেই করছিলাম।

কারণ আমার কাছে তখন মনে হচ্ছিল—জীবনে একজন মানুষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেলে, তার জন্য নিজের কিছু জায়গা ছেড়ে দেওয়াই স্বাভাবিক।

সেদিন রাতে ও বলল, **— নিজেরও একটু খেয়াল রাখবেন।**

আমি হেসে বললাম, **— রাখব।**

ফোনটা কেটে যাওয়ার পর অনেকক্ষণ বসে রইলাম।

হঠাৎ মনে হলো…

আমি কি সত্যিই নিজের খেয়াল রাখছি?

নাকি… নিজের জীবনটাকে একটু একটু করে অন্য একজন মানুষের চারপাশে সাজিয়ে ফেলছি?

উত্তরটা সেদিন পাইনি।

তবে একটা জিনিস বুঝেছিলাম—

ভালোবাসার মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলা খুব সহজ।

কারণ সেটা শুরু হয় ত্যাগ দিয়ে।

আর শেষ হয়… নিজের পুরোনো মানুষটাকে চিনতে না পারার মধ্যে।

তখনও আমি নিজেকে হারাইনি।

শুধু… নিজের কিছু অংশ ওর কাছে রেখে দিতে শুরু করেছিলাম।

।

Chapter 28 — বাস্তবের প্রশ্ন

সেদিন রাতটা অন্য দিনের মতো ছিল না। আমরা গল্প করছিলাম। হঠাৎ ও বলল, — **একটা কথা বলি?**

— বলো।

— রাগ করবেন না তো?

আমি হেসে বললাম, — **আগে বলো।**

ও একটু চুপ করে রইল। মনে হচ্ছিল, কথাগুলো গুছিয়ে নিচ্ছে।

— আপনি একটা চাকরির চেষ্টা করছেন তো?

প্রশ্নটা খুব সাধারণ ছিল। তবুও কেন জানি বুকের ভেতরটা কেমন যেন হয়ে গেল।

আমি উত্তর দিলাম, — **করছি। যতটুকু পারি।**

ও বলল, — **আমি জানি। তাই জিজ্ঞেস করলাম।**

কিছুক্ষণ নীরবতা। তারপর ও খুব আস্তে বলল, — **আমি একটা জিনিস নিয়ে ভাবছিলাম।**

— কী?

— আপনি সারাদিন এত কিছু নিয়ে ভাবেন… তারপর আবার লেখালেখিও করেন। নিজের ওপর খুব চাপ পড়ে না?

আমি একটু হেসে বললাম, — **চাপ তো পড়েই। কিন্তু লিখলে মাথাটা হালকা হয়।**

ও উত্তর দিল না। মনে হচ্ছিল, কিছু একটা বলতে চাইছে। কিন্তু দ্বিধা করছে।

আমি বললাম, — **কী ভাবছ?**

ও ধীরে বলল, — **কিছু না... থাক।**

আমি হেসে বললাম, — **এখন তো বলতেই হবে।**

ও দীর্ঘশ্বাস ফেলল। — **আমি শুধু চাই... আপনি আগে নিজের জীবনটা গুছিয়ে নিন।**

আমি চুপ করে শুনছিলাম।

— **তারপর যত ইচ্ছা লিখবেন।**

কথাটা খুব স্বাভাবিক ছিল। খুবই সাধারণ। যে কেউ হয়তো এই কথাই বলত।

আমিও রাগ করিনি। কারণ আমি জানতাম ও আমার ভালো চেয়েই বলছে।

আমি শুধু জিজ্ঞেস করলাম, — **তুমি কি মনে করো আমি পারব?**

ও এক সেকেন্ডও দেরি করল না।

— **অবশ্যই পারবেন। কিন্তু একটা একটা করে। একসঙ্গে সব করতে গেলে আপনি নিজেকেই শেষ করে ফেলবেন।**

আমি মুচকি হেসে বললাম, — **তুমি সবসময় এত চিন্তা করো কেন?**

ওও হেসে বলল, — **কারণ... আপনাকে হার মানতে দেখতে আমার ভালো লাগবে না।**

সেদিন কথাটা সেখানেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। আমি বিষয়টা আর বাড়াইনি।

কিন্তু রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে ওর কথাগুলো বারবার মনে পড়ছিল।

"আগে নিজের জীবনটা গুছিয়ে নিন।"

কথাটা ভুল ছিল না। বরং এতটাই ঠিক ছিল যে সেটাই আমাকে অস্বস্তিতে ফেলেছিল।

তখনও বুঝিনি… একই কথা একদিন অন্য ভাষায় ফিরে আসবে। আর সেদিন সেটা শুনে আমি আর আগের মতো থাকতে পারব না।

|

Chapter 29 — দুই দিকের টান

সেদিনের পর থেকে ওর কথাগুলো মাথায় ঘুরতে শুরু করল।

"আগে নিজের জীবনটা গুছিয়ে নিন।"

কথাটা যত ভাবতাম, ততই বুঝতাম, ভুল কিছু বলেনি। সমস্যা ছিল অন্য জায়গায়।

আমি জানতাম—জীবন গুছিয়ে নিতে সময় লাগবে। কিন্তু আমার ভয় ছিল… সেই সময়টা যদি আমাদের হাতে না থাকে?

একদিন রাতে বললাম, **— একটা কথা জিজ্ঞেস করি?**

— করেন।

— যদি আমার দাঁড়াতে অনেক সময় লাগে?

ও কয়েক সেকেন্ড চুপ করে রইল।

— কত সময়?

আমি হেসে বললাম, **— জানি না। এক বছরও হতে পারে। তারও বেশি।**

ও খুব শান্ত গলায় বলল, **— সময় নিয়ে আমি ভয় পাই না। চেষ্টা ছেড়ে দেওয়া মানুষকে ভয় পাই।**

কথাটা শুনে বুকের ভেতরটা হালকা হয়ে গেল।

আমি বললাম, **— আমি চেষ্টা ছাড়ব না।**

ও সঙ্গে সঙ্গে বলল, **— তাহলে আমি কেন ভয় পাব?**

সেদিন আমরা ভবিষ্যৎ নিয়ে অনেক কথা বলেছিলাম। একটা ছোট্ট বাসা। একটা বুকশেলফ। আমার বই।

আমি মজা করে বললাম, — **বই রাখার জায়গা বেশি লাগবে।**

ও হেসে বলল, — **আগে একটা বই লিখেন। তারপর আলমারি বানাব।**

আমিও হেসে ফেললাম।

কথাগুলো খুব সাধারণ ছিল। কিন্তু সেই সাধারণ কথার মধ্যেই আমি একটা জীবন কল্পনা করতে শুরু করেছিলাম।

হয়তো সেখানেই আমার ভুল ছিল।

আমি ভবিষ্যৎ নিয়ে শুধু স্বপ্ন দেখিনি… সেটাকে সত্যি ধরে নিতে শুরু করেছিলাম।

ওর প্রতিটা **"আমি আছি"** আমি ধীরে ধীরে প্রতিশ্রুতি হিসেবে শুনতে শুরু করেছিলাম। ও হয়তো বলেছিল সাহস দেওয়ার জন্য। আমি শুনেছিলাম আজীবনের নিশ্চয়তা ভেবে।

সেদিন রাতে খাতায় একটা হিসাব লিখলাম—

"আর কতদিন লাগবে?"

টাকার হিসাব। কাজের হিসাব। ভবিষ্যতের হিসাব।

কিন্তু একটা হিসাব করতে পারিনি—

মানুষের মন সময়ের সঙ্গে কতটা বদলে যেতে পারে।

পরের কয়েকদিন নিজের কাজের দিকে আরও মন দেওয়ার চেষ্টা করলাম। কিছু একটা করতে হবে। নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। লিখতে হবে। ভবিষ্যৎটা একটু হলেও নিশ্চিত করতে হবে।

কারণ এখন আর শুধু নিজের জন্য ভাবছিলাম না।

কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার ছিল—যত বেশি ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবতাম, তত বেশি বর্তমানটাকে হারানোর ভয় হতো।

আর সেই ভয়টা… আমি ওকে বলিনি।

তখনও জানতাম না—যে ভবিষ্যৎকে আমি এত যত্ন করে হিসাব করছিলাম, সেটাই খুব শিগগিরই… আমার সব হিসাবের বাইরে চলে যাবে।

|

Chapter 30 — দূরত্বের শুরু

কিছু পরিবর্তন এত ছোট হয়... যে সেগুলো নিয়ে অভিযোগ করা যায় না। তবু... মন সেগুলো ঠিকই মনে রাখে।

আগে দিনের শুরুতে ওর মেসেজ থাকত। এখনও থাকত। শুধু কখনো একটু পরে।

আগে রাতের কথা শেষ হতে চাইত না। এখন কখনো ও নিজেই বলত—

— আজ একটু তাড়াতাড়ি ঘুমাব।

আমি বলতাম—

— আচ্ছা।

কোনো ঝগড়া হয়নি। কেউ কাউকে এড়িয়ে চলেনি। কেউ বলেনি— *"আমি আর আগের মতো নেই।"*

তবু... কিছু একটা আগের মতো ছিল না।

একদিন আমি একটা ছবি পাঠালাম। ফুটবল খেলে ফিরেছি। হাঁটুতে হালকা ছড়ে গেছে।

ছবিটা দেখেই ও ফোন করল।

— আবার খেলতে গিয়েছিলেন?

আমি হেসে বললাম, **— একটু।**

ওর গলায় রাগের চেয়ে চিন্তাই বেশি ছিল।

— নিজের শরীরের দিকে একটু খেয়াল রাখেন।

আমি মজা করে বললাম, **— এত চিন্তা করেন কেন?**

ও একটু চুপ করে বলল, **— কারণ আপনার কিছু হলে আমার ভালো লাগে না।**

আমি হেসে ফেললাম।

সেই মুহূর্তে মনে হলো… না। সবকিছু এখনও আগের মতোই আছে।

মানুষটা এখনও চিন্তা করে। এখনও বকাঝকা করে। এখনও আমার খোঁজ নেয়।

কিন্তু রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্য একটা সত্যিও মনে পড়ল।

একটা মানুষ তোমার যত্ন নিতে পারে… তবুও তার জীবনে তোমার জায়গাটা আগের মতো নাও থাকতে পারে।

এই দুটো জিনিস একসঙ্গে সত্যি হতে পারে।

সেদিন মাঠে যাওয়ার আগে জুতা হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ বসে ছিলাম। শেষ পর্যন্ত বের হলাম।

নিজেকে মনে মনে বললাম—

সবকিছু নিয়ে এত ভাবার দরকার নেই।

কারণ আমি তখনও বিশ্বাস করতে চাইছিলাম—

দূরত্ব মানেই শেষ নয়। ব্যস্ততা মানেই পরিবর্তন নয়। আর কম কথা মানেই কম ভালোবাসা নয়।

সেদিনও রাতে ওর সঙ্গে কথা হলো। খুব বেশি সময় না। তবু শেষে ও বলল—

— ভালো থাকবেন।

আমি বললাম—

— তুমিও।

ফোনটা রেখে জানালার পাশে দাঁড়ালাম।

বাইরে রাতটা খুব স্বাভাবিক ছিল।

কিন্তু আমার ভেতরে একটা প্রশ্ন ধীরে ধীরে জায়গা করে নিচ্ছিল—

কিছু কি সত্যিই বদলাচ্ছে?

আমি তখনও উত্তর খুঁজিনি।

কারণ…

কিছু উত্তর জানতে মানুষ প্রস্তুত থাকে না।

|

একটা সময় ছিল... আমরা দুজনেই একে অপরের জন্য সময় বের করতাম। এখন... আমরা দুজনেই সময় খুঁজতাম। পার্থক্যটা খুব বড় ছিল না। কিন্তু অনুভব করার জন্য যথেষ্ট ছিল।

আগে ওর একটা মেসেজ এলেই সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিতাম। এখনো দিতাম। তবে মাঝেমধ্যে নিজের কাজের মাঝখানে থামতে হতো। চাকরির আবেদনটা আগে শেষ করব? নাকি ওর সঙ্গে একটু কথা বলব?

অন্যদিকে ওও আগের মতোই চেষ্টা করত। কিন্তু আগের মতো সবসময় পারত না। কখনও বাসার কাজ। কখনও নিজের ব্যস্ততা। কখনও এমন কিছু... যার ব্যাখ্যা দেওয়ারও দরকার হতো না।

একদিন দুপুরে ও লিখল— **— আজ একটু ব্যস্ত আছি।**

আমি উত্তর দিলাম— **— ঠিক আছে।**

আগে হলে হয়তো জিজ্ঞেস করতাম— **— কতক্ষণ? — কখন ফ্রি হবে?**

সেদিন কিছুই লিখলাম না। কারণ... আমি ধীরে ধীরে ওকে ব্যস্ত থাকতে দিতে শিখছিলাম।

সন্ধ্যায় ও নিজেই ফোন করল। কল ধরতেই জিজ্ঞেস করল— **— রাগ করেছেন?**

আমি হেসে বললাম— **— না।**

ও কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল— **— আপনার "না" কথাটা এখন আগের মতো লাগে না।**

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম— **— কেন?**

ও খুব শান্ত গলায় বলল— **— আগে "না" বললেও বুঝতাম আপনি হাসছেন। এখন "না" বললেও মনে হয়... আপনি ক্লান্ত।**

আমি কিছু বললাম না। কারণ... ও ভুল বলেনি।

আমি সত্যিই ক্লান্ত ছিলাম। চাকরি নিয়ে। ভবিষ্যৎ নিয়ে। নিজের অবস্থান নিয়ে। আর সবচেয়ে বেশি... নিজের ওপর তৈরি হওয়া প্রত্যাশাগুলো নিয়ে।

কিন্তু ওর সামনে সেই ক্লান্তিটা দেখাতে চাইতাম না। তাই সেদিনও বললাম— **— সব ঠিক হয়ে যাবে।**

ও হেসে বলল— **— এই কথাটা সবসময় আপনি বলেন।**

— কোনোদিন যদি আমি বলি?

আমি হেসে বললাম— **— তাহলে বিশ্বাস করব।**

ও একটু চুপ করে থেকে বলল— **— তাহলে শুনেন... সব ঠিক হয়ে যাবে।**

আমি হেসে ফেললাম। কিন্তু সেদিন নিজের কথাগুলো ওর মুখে শুনে... বুকের ভেতরটা কেমন ভারী হয়ে গেল।

কারণ কখনও কখনও মানুষ অন্যকে সাহস দিতে দিতে বুঝে যায়— ওপাশের মানুষটা কতটা ক্লান্ত।

সেদিনের কলটা খুব ছোট ছিল। কথাও খুব বেশি হয়নি। তবুও ফোনটা রেখে মনে হচ্ছিল... আজ আমরা অনেক কথা বলেছি।

হয়তো সম্পর্কের কিছু কথা শব্দে বলা হয় না। কখনও কখনও... দুজন মানুষ শুধু বুঝে নেয়, একজন আরেকজনের ভেতরে কী চলছে।

CHAPTER 32

অপেক্ষা… শব্দটা ছোট। কিন্তু অনুভূতিটা অদ্ভুত ভারী।

আগে অপেক্ষা মানে ছিল— ও কখন অনলাইনে আসবে। এখন… অপেক্ষা মানে হয়ে গেল— কবে আবার আগের মতো কথা হবে।

সেদিন দুপুরে ওর কোনো খবর ছিল না। আমি মেসেজ পাঠাইনি। কারণ… বারবার মেসেজ পাঠিয়ে কাউকে তার ব্যস্ততার মাঝখান থেকে টেনে আনা, আমার কাছে ভালোবাসা মনে হতো না।

বিকেলের দিকে ও নিজেই লিখল— **— সরি।**

আমি উত্তর দিলাম— **— কিসের জন্য?**

— সময় দিতে পারিনি।

আমি কিছুক্ষণ স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে রইলাম। তারপর লিখলাম— **— সমস্যা নেই।**

ও লিখল— **— সত্যি?**

আমি মুচকি হেসে টাইপ করলাম— **— হুম।**

মিথ্যা বলিনি। আবার পুরো সত্যিটাও বলিনি।

সমস্যা ছিল না… কিন্তু অভাব ছিল।

রাতে কথা হলো। ও আগের মতোই ছিল। হাসছিল। গল্প করছিল। মাঝে মাঝে আগের মতোই বলছিল, **— খেয়েছেন? — ওষুধ লাগলে খাবেন। — বেশি রাত জাগবেন না।**

আমি শুনছিলাম। মনে হচ্ছিল… মানুষটা বদলায়নি। শুধু… আমাদের দিনগুলো বদলে গেছে।

কল শেষ হওয়ার আগে ও বলল, **— আপনি আজ খুব চুপ।**

আমি হেসে বললাম, **— ক্লান্ত।**

ও বিশ্বাস করল। কারণ… ও জানত আমি ক্লান্ত। কিন্তু… আমি কেন ক্লান্ত, সেটা জানত না।

কলটা শেষ হওয়ার পরও অনেকক্ষণ ফোনটা হাতে নিয়ে বসে ছিলাম। ইচ্ছে করছিল লিখি— *"তোমাকে মিস করি।"*

লিখলাম না।

জানি না কেন। হয়তো ভেবেছিলাম, যে মানুষটা নিজের মতো করে লড়ছে, তার ওপর নিজের একাকীত্বের বোঝাটাও চাপিয়ে দেওয়া ঠিক হবে না।

কিন্তু সেদিন একটা জিনিস বুঝেছিলাম।

সব অনুভূতি বলে ফেলতে হয় না। কিন্তু… সব অনুভূতি চেপে রাখলেও, সেগুলো হারিয়ে যায় না।

ওগুলো ধীরে ধীরে… মানুষের ভেতরেই জমে থাকে।

আর কিছু অনুভূতি যত বেশি জমে, তত বেশি নীরব হয়ে যায় মানুষ।

আমি তখনও জানতাম না— এই নীরবতাই একদিন আমাকে এমন কিছু প্রশ্ন করতে বাধ্য করবে, যেগুলোর উত্তর আমি আসলে শুনতে চাইনি।

CHAPTER 33

রাত তখন প্রায় বারোটা। আমরা দুজনেই অনলাইনে। কিন্তু… আজ কথাগুলো যেন এগোচ্ছিল না।

আমি লিখলাম, — **কী ভাবছ?**

কিছুক্ষণ পর ওর উত্তর এল।

— কিছু না।

আমি হেসে লিখলাম, — **"কিছু না" বলে কেউ এত চুপ থাকে না।**

ও একটা হাসির ইমোজি পাঠাল। তারপর লিখল, — **আপনি?**

আমি অনেকক্ষণ স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে রইলাম। কয়েকবার কিছু লিখে আবার মুছে দিলাম। শেষ পর্যন্ত শুধু লিখলাম, — **ভবিষ্যতের কথা।**

ও লিখল, — **আবার?**

আমি উত্তর দিলাম, — **হ্যাঁ। মাঝে মাঝে মনে হয়, যত দ্রুত নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারব… তত ভালো।**

ও কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর লিখল, — **সবকিছু এত তাড়াতাড়ি হয় না।**

আমি লিখলাম, — **জানি।**

তারপর একটু থেমে আবার লিখলাম, — **কিন্তু ভয় পাই।**

ও সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করল, — **কীসের ভয়?**

কিছুক্ষণ দ্বিধা করলাম। তারপর যেটা সত্যি ছিল… সেটাই লিখে ফেললাম।

— কোনোদিন যদি তোমাকে অপেক্ষা করাতে করাতে... হারিয়ে ফেলি।

ওর উত্তর আসতে কয়েকটা মুহূর্ত সময় লাগল। সেই কয়েকটা মুহূর্তই কেন জানি অনেক দীর্ঘ মনে হলো।

তারপর স্ক্রিনে একটা লাইন ভেসে উঠল—

— আমি কোথাও যাচ্ছি না।

আমি আর কিছু লিখলাম না। শুধু ফোনটার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

মনে হচ্ছিল... এই একটা বাক্যের মধ্যেই যেন আমার সব ভয়কে থামিয়ে দেওয়ার মতো নিশ্চয়তা আছে।

আমরা আরও কিছুক্ষণ গল্প করলাম। একটু হাসলাম। কিছু ছোট ছোট স্বপ্নের কথা বললাম। আগের মতোই। যেন ভবিষ্যৎ নিয়ে কোনো ভয়ই আমাদের ছুঁতে পারবে না।

কল শেষ হওয়ার আগে ও বলল, **— একটা কথা মনে রাখবেন।**

আমি বললাম, **— কী?**

— নিজের ওপর বিশ্বাস হারাবেন না।

আমি হেসে বললাম, **— চেষ্টা করব।**

কল কেটে গেল। ঘরটা আবার নিঃশব্দ হয়ে গেল।

আমি জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। আকাশটা সেদিনও একই ছিল। চাঁদটাও। হাওয়াটাও। সবকিছু যেন ঠিক আগের মতো।

তবু... সেদিন প্রথমবার মনে হলো, একই আকাশের নিচে থেকেও... দুজন মানুষ ধীরে ধীরে আলাদা প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে শুরু করতে পারে।

একজন ভাবতে পারে, "**কীভাবে আমাদের ভবিষ্যৎটা ধরে রাখব?**"

আর অন্যজন হয়তো ভাবতে পারে, "**এই ভবিষ্যৎটা আদৌ আমার জন্য কী?**"

আমি জানতাম না ও কী ভাবছে। শুধু নিজের ভয়টুকু জানতাম।

আর সেই রাতে… ওর "**আমি কোথাও যাচ্ছি না**" কথাটাকেই সত্যি ধরে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

আমি জানতাম না… কিছু আশ্বাস মানুষকে শান্তি দেয়। আবার কিছু আশ্বাস… পরবর্তীতে স্মৃতি হয়ে গেলে, সবচেয়ে বেশি কষ্টও দেয়।

|

Chapter 34 — শেষ শান্ত বিকেল

কিছু দিনের কথা পরে মনে করতে গেলে খুব সাধারণ লাগে। কিন্তু তখন সেগুলোই ছিল সবচেয়ে মূল্যবান।

সেদিন বিকেলে ও একটা ছবি পাঠিয়েছিল। পুরোনো একটা শাড়ি পরা। ছবিটা খুলে আমি অনেকক্ষণ চুপ করে তাকিয়ে ছিলাম। কেন জানি, সেদিন ওকে অন্যরকম সুন্দর লাগছিল।

ও লিখল,

— কী হলো?
— কিছু বলছেন না কেন?

আমি উত্তর দিলাম না। আরও একবার ছবিটা দেখলাম। তারপর লিখলাম—

— একটা কথা বলব?

— বলেন।

আমি কয়েক সেকেন্ড ভেবে লিখলাম—

— তুমি জানো... পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর মেয়েটা কে?

ও সঙ্গে সঙ্গে লিখল—

— আবার শুরু হলো।

আমি হেসে উত্তর দিলাম—

— না, সত্যি বলছি।
— তোমাকে দেখলে মাঝে মাঝে শুধু তাকিয়েই থাকতে ইচ্ছে করে।

ও অনেকক্ষণ কিছু লিখল না। তারপর ছোট্ট করে লিখল—

— আগে তো এমন ছিলেন না।

আমি উত্তর দিলাম—

— আগে জানতামই না... পৃথিবীতে এত সুন্দর একটা ফুলও আছে।

ও একটা হাসির ইমোজি পাঠাল। তারপর লিখল—

— আপনি একেক সময় একেক রকম কথা বলেন।

আমি লিখলাম—

— কারণ একেক সময় তোমাকে নতুন করে দেখি।

কথাটা পড়ে ও কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর শুধু লিখল—

— পাগল।

আমি ফোনটা নামিয়ে রাখলাম। মুখে অজান্তেই হাসি চলে এসেছিল। ঘরটা শান্ত ছিল। বাইরেও তেমন কোনো শব্দ ছিল না। তবু মনে হচ্ছিল, সেদিন পৃথিবীটা অদ্ভুতভাবে পূর্ণ।

রাতে ঘুমানোর আগে জানালার পাশে দাঁড়িয়ে হঠাৎ একটা চিন্তা মাথায় এলো—

যদি জীবনটা এখানেই থেমে যেত...

তাহলেও হয়তো অভিযোগ থাকত না।

কারণ আমি অন্তত একবার এমন একজন মানুষকে পেয়েছিলাম, যাকে দেখে মনে হতো—পৃথিবীটা এখনও সুন্দর। যার একটা মেসেজ দিনের ক্লান্তি কমিয়ে দিতে পারত। যার একটা হাসি, কখনও কখনও পুরো একটা দিন বদলে দিতে পারত।

আমি জানতাম না, কিছু মুহূর্তের মূল্য আমরা তখন বুঝতে পারি না। তারা চলে যাওয়ার পর স্মৃতির ভেতর ফিরে এসে নিজেদের মূল্য বুঝিয়ে দেয়।

সেদিনের বিকেলটাও আমার কাছে তখন শুধু একটা সাধারণ বিকেল ছিল। একটা ছবি। কিছু কথা। একটু হাসি। আর একজন মানুষ... যাকে আমি ভেবেছিলাম, **আমার জীবনে আরও অনেক বিকেল থাকবে।**

তখনও জানতাম না, কিছু গল্পের সবচেয়ে শান্ত বিকেলগুলোই শেষ শান্ত বিকেল হয়ে থাকে।

।

Chapter 35 — যে কথাগুলো বলা হয়নি

কিছু দূরত্ব হঠাৎ তৈরি হয় না। প্রথমে মানুষ কথা কমায়। তারপর কিছু অনুভূতি নিজের কাছেই রেখে দেয়।

আমি তখনও আগের মতোই ওকে সব বলতে চাইতাম। দিন কেমন গেল। কী ভাবলাম। কী নিয়ে চিন্তা করছি। কোনো ছোট ঘটনা। কোনো অকারণ মন খারাপ। সবকিছুই।

কিন্তু ধীরে ধীরে একটা নতুন অভ্যাস তৈরি হয়ে গেল। অনেক কথাই লিখতাম, তারপর আবার মুছে ফেলতাম।

একদিন রাতের দিকে লিখেছিলাম—

"আজ খুব ইচ্ছে করছিল তোমার সঙ্গে একটু বেশি কথা বলতে।"

অনেকক্ষণ কথাটা স্ক্রিনে পড়ে রইল। তারপর Delete.

তার বদলে শুধু লিখলাম—

— কী করছ?

ও উত্তর দিল—

— একটু কাজ ছিল।
— এখন ফ্রি।

আমরা কথা বললাম। হাসলামও। বাইরে থেকে দেখলে সবকিছু স্বাভাবিকই মনে হতো। কিন্তু আমি বুঝতে পারছিলাম, আমার ভেতরের অর্ধেক কথাই আর বাইরে আসছে না।

হঠাৎ ও বলল—

— আপনি আগের মতো সব বলেন না কেন?

আমি একটু থেমে গেলাম।

— এমন মনে হয়?

ও লিখল—

— হ্যাঁ।
— আগে কিছু লুকাতেন না।

আমি কয়েক সেকেন্ড স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। তারপর লিখলাম—

— বড় হয়েছি হয়তো।

ও একটা হাসির ইমোজি পাঠাল।

— এত তাড়াতাড়ি?

আমিও হেসেছিলাম। কিন্তু ও জানত না, মানুষের বয়স সবসময় বছর দিয়ে বাড়ে না। কিছু কিছু সময় একটা চিন্তাই মানুষকে কয়েক বছর বড় করে দেয়।

কথা কিছুক্ষণ চলল। তারপর কল শেষ হওয়ার আগে ও বলল—

— একটা কথা বলি?

— বলো।

— কোনো কষ্ট থাকলে একা একা রাখবেন না।

আমি উত্তর দিলাম—

— রাখব না।

কথাটা বলার সময় নিজেই জানতাম, আমি সত্যি বলছি না। ইচ্ছে করে মিথ্যা বলিনি। এটা যেন অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল।

কারণ আমি তখনও বিশ্বাস করতাম, নিজের যুদ্ধ নিজেকেই লড়তে হয়। নিজের দুর্বলতা কাউকে দেখালে, হয়তো একদিন সেই দুর্বলতাই নিজের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে।

সেদিন রাতে ফোনটা পাশে রেখেই অনেকক্ষণ জেগে ছিলাম। ঘুম আসছিল না।

কোনো বড় সমস্যা হয়েছিল বলে নয়। কেউ কিছু বলেছিল বলেও নয়। বরং সমস্যাটা কোথায়, সেটাই বুঝতে পারছিলাম না।

শুধু মনে হচ্ছিল, কিছু একটা বদলাচ্ছে। খুব ধীরে। এত ধীরে যে তাকে বদল বলা যায় না। তবু আগের মতোও বলা যায় না।

আমি তখনও ওকে ভালোবাসতাম। ওর জন্য অপেক্ষা করতাম। ওর মেসেজের অপেক্ষায় ফোন দেখতাম। ওর কণ্ঠ শুনলে এখনও শান্তি লাগত।

তবু কিছু কথা আর বলা হচ্ছিল না। কিছু প্রশ্ন আর করা হচ্ছিল না। কিছু অভিমান মনে আসার আগেই মুছে ফেলছিলাম।

হয়তো সম্পর্কের দূরত্বের সবচেয়ে বিপজ্জনক দিক এটাই—মানুষ একসময় দূরে সরে যাওয়ার আগেই নিজের কথাগুলো বলা বন্ধ করে দেয়।

আর তখন দুজন মানুষ একই সম্পর্কের মধ্যে থেকেও নিজ নিজ নীরবতার ভেতর একা হয়ে যেতে শুরু করে।

|

Chapter 36 — উত্তরহীন প্রশ্ন

কিছু প্রশ্নের উত্তর সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যায় না। তবু মানুষ প্রশ্ন করা বন্ধ করে না।

সেদিন রাতে ওর সঙ্গে কথা হচ্ছিল। কথা হচ্ছিল, কিন্তু আগের মতো হচ্ছিল না। শব্দ ছিল। কথা ছিল। তবু কোথাও যেন একটা ফাঁকা জায়গা রয়ে গিয়েছিল।

হঠাৎ আমি জিজ্ঞেস করলাম—

— একটা কথা বলি?

— বলুন।

কয়েক সেকেন্ড চুপ থেকে বললাম—

— তুমি কি সুখে আছ?

ও একটু অবাক হলো।

— হঠাৎ এই প্রশ্ন?

আমি হেসে বললাম—

— এমনি। জানতে ইচ্ছে করল।

ও কিছুক্ষণ পর লিখল—

— আলহামদুলিল্লাহ... ভালো আছি।

তারপর সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করল—

— আপনি?

আমি স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে রইলাম। কী লিখব, বুঝতে পারছিলাম না। আঙুল কয়েকবার কিবোর্ডে গেল। আবার থেমে গেল। শেষ পর্যন্ত শুধু লিখলাম—

— আমিও।

সেদিন প্রথমবার **"আমিও"** শব্দটা লিখতে গিয়ে হাত কেঁপে উঠেছিল। কারণ আমি জানতাম, আমি ভালো নেই।

তবুও ওকে সেটা জানাতে চাইনি। কারণ নিজের অস্থিরতা দিয়ে ওর শান্তিটাও নষ্ট করতে চাইনি।

কথা শেষ হওয়ার আগে ও বলল—

— এত চিন্তা করবেন না।
— সব ঠিক হয়ে যাবে।

আমি ধীরে উত্তর দিলাম—

— ইনশাআল্লাহ।

কলটা শেষ হয়ে গেল। ঘরটা আবার নিঃশব্দ।

আমি ফোনটা পাশে রেখে অনেকক্ষণ ছাদের দিকে তাকিয়ে রইলাম। কোনো ঝগড়া হয়নি। কেউ কাউকে কষ্ট দেওয়ার মতো কিছু বলেনি। তবু মনের ভেতর একটা অদ্ভুত ভার জমে ছিল।

সেদিন রাতে প্রথমবার নিজের কাছেই একটা প্রশ্ন করলাম—

"আমি কি সত্যিই ওর জীবনে ততটা গুরুত্বপূর্ণ... যতটা ও আমার জীবনে?"

প্রশ্নটা করার পর নিজেই উত্তর খুঁজতে শুরু করলাম।

ও তো খোঁজ নেয়। ও তো কথা বলে। ও তো এখনও বলে, **"আমি আছি।"**

তাহলে এমন প্রশ্ন কেন?

নিজেকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম। হয়তো আমি বেশি ভাবছি। হয়তো সময়ের পরিবর্তনকেই দূরত্ব মনে হচ্ছে। হয়তো সবকিছু ঠিকই আছে।

কিন্তু মন যুক্তি শুনল না।

সেদিন কোনো উত্তর পাইনি। শুধু একটা প্রশ্ন পেলাম।

আর বুঝতে পারিনি, কিছু প্রশ্নের উত্তর না পাওয়াটা যতটা কষ্টের, তার চেয়েও বেশি কষ্টের হলো—একদিন সেই প্রশ্নের উত্তর নিজে থেকেই সামনে এসে দাঁড়ানো।

|

Chapter 37 — বদলে যাওয়া উত্তর

সেদিনের পর থেকে প্রশ্নটা আমার মাথা থেকে আর নামছিল না।

"আমি কি সত্যিই ওর জীবনে ততটা গুরুত্বপূর্ণ… যতটা ও আমার জীবনে?"

আমি নিজেকে বারবার বোঝানোর চেষ্টা করছিলাম—সবকিছু ঠিক আছে। ও ব্যস্ত। সময় কমেছে। মানুষের জীবন বদলায়। সম্পর্কের সময়ও বদলায়।

কিন্তু একটা জিনিসকে আর আগের মতো সহজ করে বোঝাতে পারছিলাম না।

ওর উত্তরগুলো।

আগে কোনো কথা জিজ্ঞেস করলে ও বিস্তারিত বলত। একটা ছোট ঘটনা থেকেও অনেক গল্প বের হয়ে আসত। এখন অনেক প্রশ্নের উত্তর এক লাইনে শেষ হয়ে যেত।

একদিন রাতে আমি জিজ্ঞেস করলাম—

— আজ দিন কেমন গেল?

ও বলল—

— ভালো।

আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম—

— কী করেছ?

কয়েক সেকেন্ড পর উত্তর এল—

— কিছু না।

আমি আর কিছু জিজ্ঞেস করলাম না।

কথা অন্যদিকে চলে গেল। কিন্তু আমার মাথায় একটা কথাই ঘুরছিল—

আগে "কিছু না"-র মধ্যেও কত কিছু থাকত।

এখন… সত্যিই কিছু ছিল না?

নাকি আমাকে বলার মতো কিছু ছিল না?

সেদিন রাতে কলেও একইরকম লাগছিল। ও কথা বলছিল। আমি শুনছিলাম। মাঝে মাঝে হাসছিলাম। কিন্তু আমার ভেতরে একটা অদ্ভুত সতর্কতা তৈরি হয়ে গিয়েছিল।

আগে ওর নীরবতা আমাকে শান্ত করত।

এখন সেই নীরবতার অর্থ খুঁজতে শুরু করতাম।

হঠাৎ ও বলল—

— আপনি এত চুপ কেন?

আমি হেসে বললাম—

— শুনছি।

— কী শুনছেন?

আমি একটু থেমে বললাম—

— তোমাকে।

ও হাসল।

— এতদিন পরেও এত কথা শুনতে ভালো লাগে?

আমি বললাম—

— তোমার কথা না।
— তোমার গলার ভেতরের পরিবর্তনটা শুনছি।

ও কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর হেসে বলল—

— আপনি আবার বেশি ভাবছেন।

আমি আর কিছু বললাম না।

কারণ... হয়তো সত্যিই বেশি ভাবছিলাম।

কিন্তু সেদিন একটা বিষয় বুঝলাম—সন্দেহ সবসময় কোনো প্রমাণ থেকে জন্মায় না। কখনও কখনও একই মানুষের বদলে যাওয়া আচরণই যথেষ্ট।

তারপরও আমি ওকে সন্দেহ করতে চাইনি। কারণ এক বছর ধরে যাকে বিশ্বাস করেছি, একটা পরিবর্তন দেখেই তাকে অপরাধী বানিয়ে দেওয়া আমার কাছে অন্যায় মনে হচ্ছিল।

আমি বরং নিজেকেই প্রশ্ন করলাম—

"তাসিন, তুই কি ওকে বিশ্বাস করিস?"

উত্তরটা এল সঙ্গে সঙ্গে।

হ্যাঁ।

তারপর আরেকটা প্রশ্ন—

"তাহলে এত ভয় কেন?"

এই প্রশ্নের উত্তর... আমি দিতে পারলাম না।

সেদিন রাতে ডায়েরি খুলে শুধু লিখলাম—

"বিশ্বাস এখনও আছে।"

তার নিচে অনেকক্ষণ পর লিখলাম—

"শুধু আগের মতো নিশ্চিন্ত নেই।"

খাতাটা বন্ধ করে দিলাম।

আমি জানতাম না... এই ছোট্ট অস্বস্তিটাই খুব শিগগির এমন একটা সত্যের দিকে নিয়ে যাবে, যেটা বিশ্বাস দিয়ে আর সামলানো যাবে না।

|

Chapter 38 — যে জায়গায় প্রশ্ন থেমে যায়

কিছুদিন কেটে গেল। বাইরে থেকে সবকিছু স্বাভাবিক ছিল। আমরা কথা বলতাম। মাঝে মাঝে হাসতাম। অভিমান হতো। আবার ঠিকও হয়ে যেত।

তবু… আমি আগের মতো ছিলাম না।

আগে ও কিছু দেরি করলে অপেক্ষা করতাম। এখন অপেক্ষা করার পাশাপাশি ভাবতাম—কেন দেরি হচ্ছে?

আগে ও কোথায় আছে জিজ্ঞেস করতাম না। এখন জানতে ইচ্ছে করত।

কিন্তু জিজ্ঞেস করতাম না।

কারণ… আমি চাইনি আমার ভালোবাসা জিজ্ঞাসাবাদে পরিণত হোক।

এক রাতে ওর সঙ্গে কথা হচ্ছিল। হঠাৎ ও বলল—

— আপনি আমাকে কিছু বলতে চান?

আমি অবাক হলাম।

— কেন?

— জানি না। আজকে আপনার গলাটা অন্যরকম।

আমি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলাম। তারপর বললাম—

— একটা কথা জিজ্ঞেস করি?

— করেন।

আমি খুব ধীরে বললাম—

— আমাদের মধ্যে সব ঠিক আছে তো?

ও কয়েক সেকেন্ড চুপ করে রইল। এই কয়েক সেকেন্ডই যেন অনেক লম্বা হয়ে গেল।

তারপর বলল—

— হ্যাঁ।

আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম—

— সত্যি?

— হ্যাঁ, সত্যি।

ওর উত্তর শুনেও আমার ভেতরটা শান্ত হলো না।

আমি বললাম—

— তাহলে তুমি আগের মতো নেই কেন?

ও এবার একটু বিরক্ত গলায় বলল—

— মানুষ কি সবসময় একইরকম থাকতে পারে?

আমি চুপ হয়ে গেলাম।

কথাটা ভুল ছিল না। মানুষ বদলায়। সময় বদলায়। জীবন বদলায়।

তবু আমি আস্তে বললাম—

— বদলানো আর দূরে সরে যাওয়া এক জিনিস না।

ও কোনো উত্তর দিল না।

সেই নীরবতাটা… আমার কাছে অনেক কথার চেয়েও বেশি কিছু বলেছিল।

আমি আর চাপ দিলাম না। শুধু বললাম—

— থাক।

ও বলল—

— আপনি এসব নিয়ে এত ভাববেন না।

আমি হেসে বললাম—

— চেষ্টা করব।

কলটা শেষ হয়ে গেল।

সেদিন প্রথমবার মনে হলো… আমি উত্তর খুঁজছি, কিন্তু ও হয়তো আর উত্তর দেওয়ার জায়গায় নেই।

পরদিনও কথা হলো। তারপরের দিনও। কিন্তু আমার ভেতরে একটা পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল।

আমি আর প্রতিটা কথার ব্যাখ্যা খুঁজছিলাম না। বরং… আমি অপেক্ষা করছিলাম সত্যিটা নিজে থেকে সামনে আসার জন্য।

কারণ একটা সময়ের পর মানুষ বুঝে যায়—প্রশ্ন করে পাওয়া উত্তর আর সত্যি উত্তর এক জিনিস নয়।

সেদিন রাতে জানালার পাশে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ বাইরে তাকিয়ে ছিলাম।

মনে পড়ছিল… কয়েক মাস আগেও আমরা ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা বলতাম। একটা ছোট্ট বাসা। একটা বুকশেলফ। আমার লেখা বই। ওর জন্য রাখা দ্বিতীয় কপি।

সবকিছু কত সহজ মনে হয়েছিল তখন।

এখন সেই একই ভবিষ্যতের কথা ভাবলেই একটা প্রশ্ন এসে দাঁড়ায়—

"এই ভবিষ্যতে কি আমরা দুজনেই আছি?"

আমি উত্তর জানতাম না।

তবু সেদিন প্রথমবার... উত্তরটা জানার জন্য ভয় পাওয়ার চেয়ে, উত্তরটা সত্যি হওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে শুরু করলাম।

কারণ... কখনও কখনও সম্পর্ক শেষ হওয়ার আগে ভালোবাসা শেষ হয় না।

আগে শেষ হয়—

নিশ্চয়তা।

আর যখন সেই নিশ্চয়তাটুকুও থাকে না, তখন মানুষ ভালোবাসে ঠিকই... কিন্তু আর আগের মতো নিশ্চিন্ত হয়ে ভালোবাসতে পারে না।

|

Chapter 39 — যে হাসির শব্দ কেউ শোনেনি

আমি তখনও বিশ্বাস করিনি।

বারবার নিজেকেই বলছিলাম, "না… এটা হতে পারে না।"

সামনের মানুষটা শান্ত ছিল। সে তর্ক করল না। শুধু বলল, "আরেকটু দেখেন।"

আমি আবার স্ক্রিনের দিকে তাকালাম।

একটা ছবি। তারপর আরেকটা। একটা তারিখ। তারও আগের একটা তারিখ। তারপর আরও কিছু কথোপকথন।

আমি ধীরে ধীরে হিসাব করতে শুরু করলাম। এই সময় আমি কোথায় ছিলাম? এই দিনটায় আমি কী করছিলাম?

হঠাৎ একটা তারিখে চোখ আটকে গেল।

মনে পড়ে গেল।

এই দিনেই তো আমি ওর সঙ্গে ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা বলেছিলাম। এই দিনেই বলেছিলাম, "একদিন নিজের লেখা একটা বই হাতে নেব।"

আরেকটা তারিখ।

সেদিন আমি ওকে বলেছিলাম, "তুমি ছাড়া আর কাউকে কখনও ভাবিনি।"

আমি স্ক্রিন থেকে চোখ সরিয়ে নিলাম। কয়েক সেকেন্ড পর আবার তাকালাম।

মনে হচ্ছিল, হয়তো এবার কিছু একটা বদলে যাবে। হয়তো ব্যাখ্যা আছে। হয়তো আমি ভুল বুঝছি।

কিন্তু কিছুই বদলাল না।

তারিখগুলো একই রইল। কথাগুলোও। প্রমাণগুলোও।

সবচেয়ে কঠিন ব্যাপারটা ছিল—যে সময়টাকে আমি আমাদের সম্পর্কের একটা বছর ভেবেছিলাম, সেই সময়ের আগেও কিছু একটা চলছিল। আর আমি তার কিছুই জানতাম না।

আমি ধীরে ধীরে চেয়ারে হেলান দিলাম। কিছু বললাম না।

তারপর হঠাৎ হেসে উঠলাম।

খুব জোরে।

এমন একটা হাসি, যার ভেতরে কোনো আনন্দ ছিল না।

সামনের মানুষটা শুধু তাকিয়ে ছিল। কিছু বলেনি। হয়তো সে বুঝেছিল, এই মুহূর্তে কোনো সান্ত্বনাই আমার দরকার নেই।

আমি আবার হাসলাম। তারপর খুব আস্তে বললাম, "বাহ… আমি তাহলে কিছুই জানতাম না।"

আমার নিজের গলার শব্দটাই অচেনা লাগছিল।

কিছুক্ষণ পর হাসিটা থেমে গেল। ঘরটা আবার চুপ হয়ে গেল।

আমি শুধু একটা কথাই ভাবছিলাম—

আমি এতদিন যেটাকে সত্যি ভেবেছি… সেটার কতটুকু সত্যি ছিল?

কোনো উত্তর পেলাম না।

বাড়ি ফেরার পথে চারপাশের সবকিছু স্বাভাবিকই ছিল। মানুষ হাঁটছিল। গাড়ি চলছিল। দোকান খোলা ছিল। রাস্তার আলো জ্বলছিল।

শুধু আমার কাছে সবকিছু অদ্ভুত লাগছিল।

পথটা কীভাবে পার হয়ে বাড়ি ফিরেছিলাম, আজও ঠিক মনে নেই।

শুধু মনে আছে, সেদিন রাতে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের দিকে তাকিয়েছিলাম। অনেকক্ষণ।

তারপর মনে হয়েছিল—

"একটা পুরো বছর... আমি আসলে কী বেঁচেছিলাম?"

কিন্তু প্রশ্নটার উত্তর তখনও আমার কাছে ছিল না।

শুধু একটা জিনিস বুঝেছিলাম—

আমি যাকে হারিয়েছি, তার চেয়েও বেশি হারিয়েছি নিজের বিশ্বাস।

|

Chapter 40 — শেষ পৃষ্ঠা

খাতাটা বন্ধ করলাম। অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম। ঘরে কোনো শব্দ ছিল না। তবু আমার ভেতরে যেন একটা পুরো বছর ধীরে ধীরে ভেঙে পড়ছিল।

আমি জানালার দিকে তাকালাম।

একই আকাশ। একই রাত। একই পৃথিবী।

শুধু আমি আর আগের মানুষটা ছিলাম না।

অজান্তেই হেসে উঠলাম। খুব জোরে না, খুব আস্তেও না। শুধু একটা অদ্ভুত হাসি। যে হাসির ভেতরে কান্না ছিল, অভিমান ছিল, নিজের ওপর রাগ ছিল, আর ছিল একটা সত্য মেনে নেওয়ার ক্লান্তি।

আমি কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম।

সেদিন কেন হেসেছিলাম, তার উত্তর আমি জানতাম।

কারণ কাঁদার মতো শক্তি তখন আর ছিল না।

আমি ভেবেছিলাম, মানুষটা অন্য সবার মতো হবে না। বিশ্বাস করেছিলাম, অন্তত এইবার ভুল হবে না।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভুলটা হয়েছিল।

আমি মাথা নিচু করলাম।

তারপর অনেকক্ষণ পর কলমটা হাতে নিলাম।

শেষবারের মতো খাতার পাতার দিকে তাকিয়ে লিখলাম—

"কাউকে ভালোবাসা আর কাউকে নিজের পুরো পৃথিবী বানিয়ে ফেলা—এক জিনিস না।"

কলমটা কিছুক্ষণ থেমে রইল।

আমি জানি না, সেদিন ও আমাকে ভালোবেসেছিল কি না। হয়তো ভালোবেসেছিল। হয়তো তার নিজের মতো করে ভালোবেসেছিল। হয়তো কোনো এক সময় সত্যিই আমি ওর কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিলাম।

কিন্তু এখন এসবের কোনো উত্তরই আমার দরকার ছিল না।

কারণ সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার পরও কিছু সম্পর্ক আর ফিরে আসে না।

আমি শেষবারের মতো পাতার দিকে তাকালাম।

তারপর লিখলাম—

"এই গল্পটা ওকে ফিরে পাওয়ার জন্য লিখিনি।"

একটু থেমে আবার লিখলাম—

"লিখেছি নিজের ভেতরের হারিয়ে যাওয়া মানুষটাকে আবার খুঁজে পাওয়ার জন্য।"

কলমটা ধীরে নামিয়ে রাখলাম।

খাতাটাও বন্ধ করলাম।

সেদিন একটা প্রেমের গল্প শেষ হয়েছিল।

কিন্তু সবকিছু শেষ হয়নি।

কারণ সেই ভাঙা রাতের পর আমি আবার লিখতে শুরু করেছিলাম।

এক পৃষ্ঠা। তারপর আরেকটা। তারপর আরেকটা।

যে মানুষটা একদিন ভেবেছিল, তার পৃথিবী একজন মানুষকে হারানোর সঙ্গে শেষ হয়ে যাবে, সে ধীরে ধীরে বুঝেছিল—একজন মানুষ চলে যেতে পারে। একটা স্বপ্নও ভেঙে যেতে পারে। কিন্তু নিজের গল্পটা সেখানেই শেষ করতে হয় না।

সেদিন আমি শুধু একজন মানুষকে হারাইনি।

হারিয়েছিলাম আমার সরল বিশ্বাস, আমার নিশ্চয়তা, আমার কিছু পুরোনো স্বপ্ন।

আর বিনিময়ে পেয়েছিলাম একটা খাতা, একটা কলম, আর নিজের ভেতরের সেই মানুষটাকে—যাকে অনেকদিন ধরে হারিয়ে ফেলেছিলাম।

শেষ পাতায় আর কিছু লেখার ছিল না।

শুধু একটা কথাই মনে হচ্ছিল—

তুমি আমার গল্পের শেষ ছিলে না।

তুমি ছিলে সেই অধ্যায়, যার পর আমি নিজের গল্পটা নিজেই লিখতে শিখেছি।

কলমটা নামিয়ে রাখলাম।

খাতাটা বন্ধ করলাম।

আর প্রথমবার, ওকে হারানোর পরও নিজেকে পুরোপুরি হারিয়ে ফেলিনি বলে একটু হাসলাম।

— সমাপ্ত —

এই যে বইটা আপনি পড়লেন...

এটাই আমার লেখা প্রথম বই।

হয়তো কোথাও ভুল আছে।
হয়তো কোথাও কথাগুলো ঠিকভাবে বলতে পারিনি।
তবুও প্রতিটা পাতায় আমি নিজের একটা অংশ রেখে গেছি।

আমি জানি না এই বইটা আপনার কাছে কেমন লাগবে।
শুধু জানি, এই গল্পটা লিখতে গিয়ে আমি অনেক কিছু আবার অনুভব করেছি।

আর যদি বইটা পড়ে শেষ পাতায় এসে থাকেন...

তাহলে ধন্যবাদ।

এই গল্পটা হয়তো আমার জীবনের একটা অধ্যায়ের কথা বলে।
কিন্তু এই বইটা লিখে আমি বুঝেছি—
একটা অধ্যায় শেষ হয়ে গেলেও গল্প শেষ হয়ে যায় না।

— Tachin Hasan

Tachin Hasan

এটা আমার লেখা প্রথম বই।
কিছু অনুভূতি, অভিজ্ঞতা আর না বলা কথা থেকেই এই গল্পটা লেখা।

আমি জানি, বইটাতে অনেক ভুল থাকতে পারে।
তবুও প্রতিটা শব্দ আমার নিজের মতো করে লেখা।

"**যে গল্পে আমি ছিলাম না**" আমার প্রথম বই।
এই বই দিয়েই আমার লেখার পথচলা শুরু।

যোগাযোগ

লেখক: **Tachin Hasan**
ই-মেইল: **tachinauthor@gmail.com**

বইটি সম্পর্কে মতামত, প্রশ্ন বা যোগাযোগের জন্য উপরের ই-মেইলে যোগাযোগ করতে পারেন।